ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 July, 2023 ■ আগরতলা ৩০ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেবর ও বৌদির মারামারিতে গুরুতর আহত দু'জনেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে দেবরের মারে আহত বৌদি। পাল্টা প্রতিরোধে আহত দেবর। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন কদমতলী এলাকায়। জানা গেছে দীর্ঘদিন যাবত পারিবারিক ঝামেলা চলছিল কদমতলী এলাকার আপন ভাই জাকির মিয়া এবং লিটন মিয়ার পরিবারের মধ্যে।

অভিযোগ শুক্রবার সন্ধ্যায় একই বিষয়কে কেন্দ্র করে লিটন মিয়া লাঠি শাবল দিয়ে আক্রমণ চালায় জাকির মিয়া এবং জাকির মিয়ার স্ত্রীর উপর। এতে গুরতর জখম হয় জাকির মিয়ার স্ত্রী পারভিন বেগম। পরে জাকির মিয়া সহ বাড়ির অন্যান্যদের পাল্টা প্রতিরোধে জখম হয় লিটন মিয়া। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেয়। উভয় পক্ষ থেকে থানায় মামলা করা হবে বলে জানা গেছে।

বিশালগড়ে বাড়ছে চুরি, পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে আতঙ্কগ্রস্ত অসাধারণ মানুষ। শুক্রবার গভীর রাতে বিশালগড় থানাধীন কদমতলী এলাকায় আব্দুলা খাতুন ও মোহাম্মদ সাহেব হোসেনের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। বৃদ্ধা আব্দুলা খাতুন তার ছেলেকে নিয়ে জিবিতে ছিলেন। বাড়িতে এসে দেখেন কিছুই নেই। মোহাম্মদ সাহেব হোসেনও বাড়িতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা জডিশিয়াল একাডেমির অডিটোরিয়ামে 'ক্রস বর্ডার অর্গেনাইজড ক্রাইমস ঃ মূল্যায়ন ও আইনি সমাধান' শীর্ষক আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস। ছবি নিজস্ব।

পেটে ছুরি চালিয়ে শ্যালককে খুন গুরুতর আহত শ্বশুর ও শাশুড়ি

বোধজংনগরে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের জেরে খুন শ্যালক। আহত শ্বশুর ও শাশুড়ি। তারা দুজনেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন। ঘটনা রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বোধজংনগরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় স্ত্রীকে নিতে এসে শশুর বাড়িতে তাণ্ডব চালায় জামাতা।

স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রী ৩ মাস ধরে বোধজংনগরস্থিত বাপের বাড়িতে আছেন। শুক্রবার গভীর রাতে শ্বশুরবাড়িতে আসে অভিযুক্ত জামাতা প্রসেনজিৎ দাস। সে স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যেতে জোর করতে থাকে। এনিয়ে দুপক্ষের ঝগড়া হয়। প্রসেনজিৎ আগে থেকে ছুরি নিয়ে এসেছিল। সেই ছুরি দিয়ে আঘাত করে নিজের শ্যালক লক্ষ্মণ দেবনাথকে। পরে শ্বশুরকেও আঘাত করে। তাদের বাঁচাতে এসে আহত হন প্রসেনজিতের শাশুড়িও। আহতদের জিবি আনার পর লক্ষ্মণকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

তার বাবা এবং মা এখন চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত ব্যক্তি এখন পলাতক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে হত্যা সংক্রান্ত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক। অভিযুক্তকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।

বাইখোড়ায় বাইক ট্রাকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। বাইক ও পণ্যবাহী ট্রাকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে তিনজন। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া বাজার এলাকার স্থানীয় মানুষ আহতদের উদ্ধার করে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছিলেন। হাসপাতালে কতর্ব্যরত চিকিৎসক তিনজনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, আজ শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া বাজার এলাকায় টিআর০৮ই৫১৮৮ নাম্বারের বাইকের সাথে একটি পণ্যবাহী ট্রাকের সংঘর্ষ ঘটে। তাতে বাইকে থাকা তিনজন ব্যক্তি জাতীয় সড়কে ছিটকে পড়েন। ফলে গুরুতর আহত হয়েছেন ওই তিন ব্যক্তি। স্থানীয় মানুষ বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। তাঁরাই সাথে সাথে আহতদের উদ্ধার করে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানের কতর্ব্যরত চিকিৎসক আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

বিশালগড়ে গাড়ি পুড়ল নাশকতার আগুনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলছেই বিশালগড়ে। শনিবার ভোরে বিশালগড় নেহালচন্দ্রনগর এলাকায় প্রাণেশ মাঝির বাড়িতে রাখা গাড়িতে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন দেখে বাড়ির লোকেরা চিৎকার শুরু করে। দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভায়।

ঘটনার দুই ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ বাহিনী। অগ্নিকাণ্ডে গাড়িটির সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আট লক্ষাধিক টাকা বলে দমকল বাহিনীর কর্মীরা জানিয়েছে। কে বা কারা গাড়িটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সে ব্যাপারে অবশ্য বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এটি একটি পরিকল্পিত নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রাতের আঁধারে বাড়িতে ঢুকে গাড়িতে অগ্নি সংযোগ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। নাশকতামূলক ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠেছে।

আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮৭

শ্রীমন্তপুর চেকপোস্টে আজ শুরু ডেঙ্গু পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। বাংলাদেশের যেভাবে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এবং মৃত্যু হয়েছে তাতে নতুন করে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কপালে। ভারত বাংলা সীমান্ত গ্রামগুলিতে বসবাসকারী মানুষ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে ডেঙ্গুতে। বাংলাদেশের ডেঙ্গুর আতঙ্ক ছড়িয়েছে ত্রিপুরাতেও। তাই স্বাস্থ্য দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরার সীমান্ত চেকপোস্টগুলিতে ডেঙ্গু পরীক্ষার জন্য স্কিনিং টেস্ট করানো হবে। রবিবার থেকে সোনামুড়া চেকপোস্ট শ্রীমন্তপুর এ ডেঙ্গু পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকর্মী কর্মী থাকবে। তারা বাংলাদেশ থেকে আসা যাত্রীদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করবে।

প্রাথমিকভাবে রিপোর্ট পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে যাতে যাত্রীদের শরীরে এই রোগের জীবাণু রয়েছে কিনা তা জানা যায়। এমনটাই জানিয়েছেন সোনামুরা মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর অরিজিৎ সিনহা। আজ নতুন করে ধনপুর এলাকায় চারজনের শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া গেছে। এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ৮৭ জন।তবে আগামী দিনে আগরতলা আখাউড়া ও বিলোনিয়া চেকপোস্টও এই ধরনের স্কিনিং টেস্ট করা হবে কিনা তা এখনো জানা যায়নি। চিকিৎসকদের অভিমত করোনার সময় চেকপোস্টগুলিতে যেভাবে স্ক্রিনিং টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ডেঙ্গুর ক্ষেত্রেও এই ধরনের পরীক্ষা অবশ্যই জরুরি। কারণ বাংলাদেশে ডেঙ্গু এখন মহামারির আকর ধারণ করেছে বলে সূত্রের খবর। জানা গেছে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে ৪০ হাজারের উপর মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ,প্রায় ২০০ উপরে মানুষের মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গুতে। যেহেতু এই রোগ পতঙ্গবাহিত। এডিস মশা একজনের শরীরে কামড়ালে সেই রক্ত অন্য জনের শরীরেও বয়ে নিয়ে যায়। ফলে তিনিও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হতে পারেন।

তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ রোগ শনাক্ত করতে হলে রক্ত পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এইদিকে লক্ষ্য রেখে সীমান্ত এলাকা এবং চেকপোস্টগুলিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরদারি আরো বাড়াতে হবে বলে তাদের মন্তব্য। জানা গেছে পশ্চিম জেলার অধীন মোহনপুর এবং কাঞ্চনমালাতেও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। কাঞ্চন মালায় এলাকায় বেশ কিছু মানুষের শরীরে ডেঙ্গুর জীবন রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এমনটাই জানালেন স্টেট সার্ভে লেন্স অফিসার ডঃ অভিজিৎ ঘোষ। তবে তিনি এও বলেন স্বাস্থ্য দপ্তর আক্রান্ত এলাকাগুলিতে প্রতিনিয়ত রক্ত পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য শিবির করছে। চারজনের চিকিৎসক দল রয়েছেন। তারা প্রতিনিয়ত সোনামুড়া মহাকুমার আক্রান্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করছেন। মনার চক, ইদুরিয়া, ধনপুর ,শান্তিনগর, শাহপুর, মাইক্রোসা, ত্রিবান্দাল, কাঠালিয়া, নিদয়া, মেলাঘর, বক্স নগরী আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হিংসাজর্জর মণিপুর পৌঁছলেন বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের ২০ সাংসদ

ইমফল, ২৯ জুলাই (হি.স.)।। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দুদিনের সফরে হিংসাজর্জর মণিপুর পৌঁছেছেন বিরোধী 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স' (আইএনডিআইএ বা ইন্ডিয়া) জোটের ১৬ দলের ২০ জন সাংসদ।

আজ শনিবার সকালে অসমের কংগ্রেসি সাংসদ গৌরব গগৈয়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে রয়েছেন বিরোধী ১৬ দলের ২০ জন সাংসদ। তাঁদের উদ্দেশ্য, হিংসা জর্জরিত মণিপুরের সাধারণ জনগণের দাবি, অভিযোগ, পরিস্থিতি ইত্যাদি শোনা ও দেখা। এদিনে ইমফল বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর নিরাপত্তাজনিত কারণে তাঁরা হেলিকপ্টারে চূড়াচাঁদপুর গিয়েছেন। তবে একটি হেলিকপ্টার উপলব্ধ থাকায় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের দুটি দলে ভাগ করে দুটি ট্রিপে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আইএনডিআইএ বা ইন্ডিয়া জোটের ১৬ দলের ২০ জন সাংসদের মধ্যে রয়েছেন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী, তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য সুস্মিতা দেব, রিভলিউশনারি সোশালিস্ট পার্টি (আরএসপি)-র সাংসদ এনকে প্রেমচন্দ্র, এনসিপি (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী)-র সাংসদ পিপি মহম্মদ ফয়জল, আম আদমি পার্টির সুশীল গুপ্তা, রাষ্ট্রীয় লোকদল-প্রধান জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ।

বিমানবন্দরে অবতরণ করে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, 'আমরা জনগণের দাবি শুনতে চাই, আমরা জনগণের দাবির প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছি। আমরা মণিপুরের জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহরম উপলক্ষে আগরতলায় মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের শোভাযাত্রা। ছবি নিজস্ব।

টাকার বিনিময়ে বিমানবন্দরে চাকরি দেয়ার অভিযোগে মহিলাকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে টাকার বিনিময়ে নিয়োগের মিথ্যা অভিযোগে ছিনাইহানী এলাকায় এক মহিলার উপর প্রমীলা বাহিনীর হামলা। ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা। ঘটনা এয়ারপোর্ট থানাধীন ছিনাইহানী এলাকায় শুক্রবার রাতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এয়ারপোর্ট থানাধীন ছিনাইহানী এলাকার বিভা তাঁতী (বণিক) নামে এক মহিলার বাড়িতে গিয়ে প্রমিলা বাহিনী সেই মহিলার উপর প্রাণঘাতী হামলা করে।

পরবর্তী সময়ে সেই মহিলা অর্থাৎ আক্রান্ত মহিলা বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি এবং বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ককে বিষয়টি অবগত করেন। কারণ উনার বিরুদ্ধে বিমানবন্দরে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ এর যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেটি মিথ্যা বলে দাবি করেন সেই মহিলা। তিনি এমবিবি বিমান বন্দরে হাউসকিপিং সুপারভাইজার পদে কর্মরত এবং উনার বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে ২৪ জন হাউস কিপিং স্টাফকে বিমানবন্দরে নিয়োগের অভিযোগে প্রমিলা বাহিনী রাতের আঁধারে উনার উপর এই আক্রমণ চালায়।

পরবর্তী সময়ে তিনি এই প্রমিলা বাহিনীর সদস্য শিখা কর, সবিতা বৈশ্য, রত্না দেব, পূর্ণিমা চৌধুরী, রত্না চৌধুরী, অনিমা কর্মকার,রাখি বৈশ্য নামে ৭ জনের বিরুদ্ধে রাতেই এয়ারপোর্ট থানায় লিখিত অভিযোগ করেন এবং সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গোটা বিষয়টি জানান। তবে বিশ্বস্ত সূত্র মারফত জানা যায় বিভা তাঁতী(বণিক)সিপিআইএম সমর্থক সেই কারণে নাকি ওনার উপর শাসক দলের প্রমিলাবাহিনী এই প্রাণঘাতী আক্রমণ করেছে। তবে গোটা বিষয় তদন্ত সাপেক্ষে তদন্তের পর বেরিয়ে আসবে কি কারণে উনার উপর আক্রমণ করা হয়েছে। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে সেই মহিলার পড়নের বস্ত্র। উনার ৮ বছরের ছেলেকে ও ছাড়েনি প্রমিলা বাহিনী বলে অভিযোগ আক্রান্ত বিভা তাঁতী(বনিকের)। এই আক্রমণের জন্য কারা মদত যুগিয়েছেন এবং এই আক্রমণের ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

রোহিঙ্গা পাচার চক্রের সাথে যুক্ত যুবককে ত্রিপুরা থেকে আটক করেছে অসম পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। রোহিঙ্গা পাচার চক্রের সাথে যুক্ত এক যুবককে ত্রিপুরা থেকে আটক করেছে অসম পুলিশ। একই সাথে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তাঁদের ঘরে তল্লাশি চালিয়ে নয়টি আধার কার্ড, দুইটি প্যান কার্ড সহ বেশ কিছু বাংলাদেশী নথিপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে বৈদেশিক মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন অসমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

অসমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ২০২২ সালে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে অসম থানায় একটি মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পুলিশী তদন্তে রোহিঙ্গা পাচারে অভিযুক্ত কাজল সরকার নামে এক যুবক ত্রিপুরায় বসবাস করছেন সেই তথ্য উঠে আসে। সেই মোতাবেক পুলিশ শনিবার ভোরে মোহনপুর বোয়ালিয়াস্থিত কাজল সরকারের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। সিধাই ও লেফুঙ্গা থানার পুলিশের সহযোগিতায় ওই অভিযানে কাজল সরকারকে আটক করে অসম পুলিশ। পাশাপাশি বাংলাদেশী নাগরিক বিষ্ণু চন্দ্র মন্ডলকেও আটক করে সিধাই থানার পুলিশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, কাজল সরকারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা পাচারের অভিযোগ রয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে তার ঘর থেকে নয়টি আধার কার্ড, দুইটি প্যান কার্ড সহ বেশ কিছু বাংলাদেশী নথিপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে বৈদেশিক মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ত্রিপুরা ও অসমে বিজেপির সংগঠন মহামন্ত্রী পদে নিযুক্ত পেলেন জিআর রবীন্দ্র রাজু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ত্রিপুরায় বিজেপির সংগঠন মহামন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছেন জি আর রবীন্দ্র রাজু। তিনি অসমের যুগ্ম দায়িত্ব পালন করবেন। এদিকে, ওই দুই রাজ্যের দায়িত্বে থাকা ফণীন্দ্রনাথ শর্মাকে হরিয়ানায় সংগঠন মহামন্ত্রী পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। বিজেপির সর্বভারতীয় মহাসচিব অরুণ সিংহ আজ এ বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক রদবদল করেছেন। সে অনুযায়ী ফণীন্দ্রনাথ শর্মাকে ত্রিপুরার সংগঠন মহামন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে হরিয়ানার দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি।

এদিকে ত্রিপুরার সংগঠন মহামন্ত্রী পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত জিআর রবীন্দ্র রাজু রবীন্দ্র বিজেপির সাংগঠনিক ভবন নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও আছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক জিআর রাজু রবীন্দ্র দীর্ঘদিন অন্ধ্রপ্রদেশে প্রান্ত সংগঠন মহামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডাঃ) মানিক সাহা এবং প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য নবনিযুক্ত সংগঠন মহামন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিকে, আন্দামান—নিকোবরের বিজেপি সংগঠন মহামন্ত্রী হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছেন বিবেক দধকর।

ড্রাগস চোরাচালান ও মানব পাচার প্রতিরোধে বিচার বিভাগেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ড্রাগসের অপব্যবহার শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয় বর্তমানে সারা বিশ্বেই প্রধান সামাজিক উদ্বেগের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ছোট রাজ্য ত্রিপুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তাতে সফলতাও এসেছে।

আজ নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা জডিশিয়াল একাডেমির অডিটোরিয়ামে 'ক্রস বর্ডার অর্গেনাইজড ক্রাইমস ঃ মূল্যায়ন ও আইনি সমাধান' শীর্ষক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। ত্রিপুরা জডিশিয়াল একাডেমির উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা হাইকোর্টের পৃষ্টপোষকতায় আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস ও সঞ্জয় করোল, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং সহ সিকিম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং ঝড়খণ্ড, কোলকাতা গুয়াহাটি, মেঘালয় ও মনিপুর হাইকোর্টের বিচারপতিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা তিন দিক দিয়ে প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা দ্বারা বেষ্টিত। ফলে আন্তর্জাতিক ড্রাগস ব্যবসায়ীরা সহজেই ত্রিপুরাকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। যা রাজ্যের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অবৈধ ড্রাগস পাচার ও ড্রাগসের অপব্যবহার একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। কারন এটি তরুন প্রজন্মের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও একটা চ্যালেঞ্জ তৈরী করেছে। ড্রাগস পাচার ব্যবসা বর্তমানে দেশের নিরাপত্তার জন্যও বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবৈধ ড্রাগস ব্যবসা সন্ত্রাসী ও দেশবিরোধীদের আয়ের অন্যতম উৎস হয়ে উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে কাজ করছে।

রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য আসছে। মুখ্যমন্ত্রী তথ্য সহকারে বলেন, ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সালের জন মাস পর্যন্ত সারা রাজ্যে এনডিপিএস মামলায় এফআইআর নথিবদ্ধ করা হয়েছে ১৫০৯টি, পুলিশ দ্বারা চার্জসিট গঠন করা হয়েছে ১,১৪৩টি, গ্রেপ্তার হয়েছে ২,১৩১ জন অপরাধী এবং ৩৩১টি মামলা তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১৬২০.২১ কুইন্টাল, কফসিরাফ ও ফেন্সিডিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৮ লক্ষ ২ হাজার ৮৮টি বোতল, ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২৩ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৯ ■ সংখ্যা ২৮৭ ■ ৩০ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ১৩ শ্রাবণ ■ রবিবার ■ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বিশ্ব অর্থনীতিতে তৃতীয় হইবে ভারত !

হাতে আর কয়েকটা বছর। মাত্র চার বছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় জায়গা করিয়া নিবে ভারত। পিছনে চলিয়া যাইবে জাপান জার্মানি ।কদিন আগেই ভারতের আর্থিক বিকাশ নিয়া বড় আশা প্রকাশ করিয়া বিশ্বের সবথেকে বড় বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক গোল্ডম্যান স্যাক্স। পরবর্তীকালে সেই একই কথা শোনা যায়, ব্রিটিশ এমপি লর্ড করণ বিলিমোরিয়ারের মুখে। বিদেশের পর এবার সেই আশা প্রকাশ করিল দেশের সবথেকে বড় সরকারি ব্যাঙ্ক এসবিআই ।স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন, ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে ভারত। এর আগে এসবিআই বলিয়াছিল, ২০২৯ সালের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে দেশ। অতীতে একই কথা বলিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যেখানে তিনি বলেন, ভাষণ,মোদি সরকারের তৃতীয় মেয়াদে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালের মধে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে মোদি সরকারের দ্বিতীয় রাজনৈতিক মেয়াদকাল ।স্টেট ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদরা বলিয়াছেন, হঠাৎ করিয়া এই আর্থিক উন্নতি হয়নি ভারতের। ২০১৪ সাল থেকেই শুরু হইয়াছিল বীজ বোনা। বর্তমান ভারত যাহার সুফল পাইতেছে। যেকারণে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ২০২৩-২৪ সালে ৬.৫ শতাংশ

হইবে আশা করিয়াছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব বাজারে মন্দার আবহ থাকিলেও তুলনামূলকভাবে অনেকটাই স্বস্তিতে রহিয়াছে ভারত ।স্টেট ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদদের মতে, ২০২৩ সালের মার্চের প্রকৃত জিডিপি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই নতুন আশা দেখিতেছে দেশ। ওই পরসংখ্যানই বলিতেছে, এভাবেই দেশের আর্থিক উন্নয়ন চলিতে থাকিলে , ভারত ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হইবে। ২০১৪ সালে বিশ্বে ভারতের অর্থনীতি দশম স্থানে ছিল। আগামী ৪ বছরের মধ্যে যাহা সাত ধাপ এগোবে বলিয়াই আশা করিতেছে এসবিআই।

এসবিআই-এর মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার হইবে ৮.১ শতাংশ। ব্যাঙ্ক জানাইয়াছে, ভারতের অর্থনীতিতে এখন ৬.৫ শতাংশ থেকে ৭.০ শতাংশ বৃদ্ধির হার খুবই স্বাভাবিক বিষয়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ভারতের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ অনুমান করিতেছে ।এসবিআই রিপোর্ট অনুসারে, ভারতের অর্থনীতি ২০২২ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাইবে। এর মানে

হইল এই ৫ বছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি অস্ট্রেলিয়ার সমগ্র অর্থনীতির বর্তমান আয়তনের থেকেও বেশি হইবে। ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জিডিপিতে ভারতের শেয়ার হইবে ৪ শতাংশ। এসবিআই বলিয়াছে, ২০৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করিবে, তখন জিডিপির আকার হইবে ২০ ট্রিলিয়ন ডলার ।এর আগে গোল্ডম্যান স্যাক্স বলিয়াছে, আমেরিকাকে পিছনে ফেলিয়া ভারত বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে। একই সময়ে ব্রিটিশ এমপি দাবি করিয়াছেন, ২০৬০ সালে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে অর্থাৎ চিনকেও ছাড়াইয়া যাইবে ।ভারতের জিডিপির আকার প্রায় ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। আমেরিকা প্রায় ২৬ ট্রিলিয়ন ডলারের সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। এরপর প্রায় ২০ ট্রিলিয়ন ডলার নিয়া দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে চিন। ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতি জার্মানি ও এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি জাপানও ভারতের চাইতে এগিয়া রহিয়াছে। সত্যিই এটা ভারতের জন্য অতিব গর্বের বিষয়।

তামিলনাড়ুর কৃষ্ণাগিরি জেলায় আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৮, জখম বেশ কয়েকজন

চেন্নাই, ২৯ জুলাই (হি.স.): তামিলনাড়ুর কৃষ্ণাগিরি জেলায় আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৮ জন। এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন। শনিবার সকালে এই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে। কৃষ্ণাগিরির পুলিশ সুপার সরোজ কুমার ঠাকোর বলেছেন, শনিবার সকালে পাজহায়াপেট্টাই এলাকায় রবি নামে একজনের আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ হয়।

বিস্ফোরণের পর ওই কারখানায় আগুন ধরে যায়, আগুন ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন কয়েকটি দোকান ও বাড়িতে। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৭ জনের ও বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। মামলা রুজু করে পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বেনারস থেকে কোরবাগামী যাত্রীবাহী বাস উল্টে গুরুতর জখম ৬ যাত্রী

রায়পুর/অম্বিকাপুর, ২৯ জুলাই (হি. স.) : রাজস্থানের উদয়পুর থানার অন্তর্গত দাওয়া গ্রামে বেনারস থেকে ছত্তিশগড়ের কোরবা জেলায় আসা একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। শনিবার ভোর ৪টা নাগাদ এই দুর্ঘটনায় ৬ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে। আহতদের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানায়, বাসটিতে ৬০ জন যাত্রী ছিল। চালক ঘুমিয়ে পড়ায় বাসটি উল্টে যায় বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর থেকে বাসের চালক ও কন্ট্রাক্টার পলাতক রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্টেশন ইনচার্জ পরিদর্শক কুমারী চন্দ্রকার। গুরুতর আহত যাত্রীদের সিএইচসি উদয়পুরে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য অম্বিকাপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

তামিলনাড়ুতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনায় ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

চেন্নাই, ২৯ জুলাই (হি.স.): তামিলনাড়ুর কৃষ্ণাগিরি জেলায় আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবারের এই বিস্ফোরণের প্রাণ হারিয়েছেন ৮ জন। এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মৃতদের পরিবারপিছু আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিজনকে ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

কৃষ্ণাগিরির পুলিশ সুপার সরোজ কুমার ঠাকোর বলেছেন, শনিবার সকালে পাজহায়াপেট্টাই এলাকায় রবি নামে একজনের আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ হয়।

বিস্ফোরণের পর ওই কারখানায় আগুন ধরে যায়, আগুন ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন কয়েকটি দোকান ও বাড়িতে। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৭ জনের ও বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। মামলা রুজু করে পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।এখন তামিলনাড়ুতে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কৃষ্ণাগিরি জেলায় আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তিনি। এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, আতসবাজির কারখানায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গভীরভাবে দুঃখিত। আমি নিহতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

আট বিলিয়ন মানুষের পৃথিবী

আহমাদ মুদ্দাসসের

পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের প্রথম তিন লাখ বছরে মোট জনসংখ্যা হয় এক বিলিয়ন। আর এক বিলিয়ন মানুষ একসঙ্গে পৃথিবীতে বেঁচে আছেএ অবস্থায় আসতে মানুষের অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত। বেশি দিন আগের কথা নয়। বছরটা ঘটনাবহুল। সে বছর আবিষ্কৃত হয় ব্যথানাশক মরফিন। এ বছরই ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা লাভ করে হাইতি। এরপর পৃথিবীতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটে। এই গেল প্রথম এক বিলিয়নের গল্প। শেষ এক বিলিয়ন মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে মাত্র ১২ বছরে। বারাক ওবামার দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্সির সময় থেকে ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। তিন লাখ বিলিয়ন বছর লেগেছিল প্রথম বিলিয়ন হতে। অষ্টম বিলিয়ন হতে সময় লাগল মাত্র ১২ বছর। গত বছরের নভেম্বরের মাঝামাঝি জাতিসংঘ ঘোষণা দেয়, পৃথিবী এখন আট বিলিয়ন মানুষের গ্রহ। এ জন্য অবশ্য গুনে দেখতে হয়নি। জনসংখ্যার বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে জাতিসংঘ এ হিসাব করেছে। ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বরকে ঘোষণা করেছে 'আট বিলিয়ন দিবস' হিসেবে।

মানুষের একদম সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। কারণ, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে জনশুমারির তথ্য কয়েক দশক পুরোনো। তবে জাতিসংঘের এ ঘোষণায় ভুল নেই। সত্যিই পৃথিবীর জনসংখ্যা পৌঁছে গেছে আট বিলিয়নে।

উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ পানি ও পয়োনিষ্কাশন—ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মানুষ বেশি দিন বাঁচছে। রোগের প্রকোপ কমেছে। সার ও সেচ ফসলের ফলন ও পুষ্টি বাড়িয়েছে। অনেক দেশে বেশি শিশু জন্ম নিচ্ছে। মারা যাচ্ছে অনেক কম মানুষ।

বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জ। দূষণ বেড়েছে। অতিরিক্ত মাছ ধরায় সাগরের অনেক এলাকা ধ্বংস হয়েছে। বিলুপ্ত হচ্ছে বন্য প্রাণী। জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে দ্রুত। জীবাশ্ম জ্বালানির বহুল ব্যবহারে জীববৈচিত্র্য, খাদ্যনিরাপত্তা ও পানির প্রাপ্যতা ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে উঠছে। এসবই ঘটছে মানুষের কারণে। জনসংখ্যা যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, একই অনুপাতে সম্পদ তৈরি হয় না। ভবিষ্যতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা তাই মানুষের ভবিষ্যতের বড় নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারে। ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ মানুষের জন্য নতুন কিছু নয়। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, দুর্ভিক্ষ শুধু খাদ্যের অভাব থেকে হয় না; বরং খাদ্যবণ্টনে বৈষম্য ও অসমতা থেকেও দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। এলাকাভেদে জনসংখ্যা একই হারে কমে-বাড়ে না। আবার অর্থনৈতিক অবস্থা অঞ্চলভেদে ভিন্ন। তাই নতুন বিলিয়ন মানুষের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা নাকি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকোনটি হবে ভবিষ্যতের নীতি? কোন খাত বেশি গুরুত্ব পাবে, সেটাই এখন মূল প্রশ্ন।

৮ বিলিয়ন থেকে বেড়ে মানুষের সংখ্যা ৯ বিলিয়ন হতে সময় লাগবে আনুমানিক ১৫ বছর। জাতিসংঘের জনসংখ্যাবিদেরা এই শতাব্দীতে বিশ্বের জনসংখ্যা ১০ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করেছেন। দেশগুলো এখন পর্যন্ত বিশ্ব জনসংখ্যার সমস্যাগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বড় হুমকি। জনসংখ্যা নীতির পরিবর্তনজনিত সমস্যায় এটি প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে? আট বিলিয়ন মানুষ পৃথিবীতে একসঙ্গে বেঁচে থাকায় জনসংখ্যার দিক থেকে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ব একই সঙ্গে বিপুল জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং ধসে পড়ার আশঙ্কার মুখোমুখি।

দুই হাজার বছরের মধ্যে গত বছর প্রথম চীন পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে অবস্থান হারিয়েছে। ভারত জনসংখ্যার দিক থেকে ছাড়িয়ে গেছে চীনকে। ১৯৮০ সালে চীন এক সন্তান গ্রহণ নীতি কার্যকর করে। এর আগের দশকেই অবশ্য 'এক দশকে জন্মহার' অর্ধেকে নেমে গিয়েছিল। উন্নত শিক্ষা ও কর্মজীবনের ক্রমবর্ধমান সুযোগের সঙ্গে নারীরা সন্তান জন্ম দিতে দেরি করেছেন। আবার কিছু গবেষণা বলছে, নারীদের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে নানা কারণে।

১৯৫০ সালে চীন ছিল বেশির ভাগ গ্রামীণ এলাকাবিশিষ্ট একটি বড়, দরিদ্র দেশ। যেখানে উচ্চ প্রজনন হার ছিল। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ফসল নিয়মিত না হওয়ায় গ্রেট চৈনিক দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে যায় দেশটি। ফলে লাখ লাখ লোক মারা যায়। ১৯৭০ সালে চীনের জনসংখ্যা ছিল ৮০০ মিলিয়নের বেশি। ১৯৮০ সালে এক সন্তান নীতি বেছে নেয় চীন। দেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের জন্য এ নীতি প্রবর্তন করা হয়। ১৯৮৭ সালে চীনের কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশের ওপরে ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় কমে যায়।

পৃথিবীজুড়ে কোভিড মহামারি চলাকালে জন্মহার কমতে দেখা গেছে। ২০১৫ সালের তুলনায় ২০২০ সালে ৪৫ শতাংশ কম শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। চীনের জন্মহার এখন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম। তবে কিছু অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যদের তুলনায় অনেকটা বেশি। আফ্রিকায় সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যা২৫ শতাংশের বেশি। পূর্ব এশিয়ায় আগের কয়েক দশকে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বাড়লেও গত এক দশকে মাত্র ৪ দশমিক ৯ শতাংশ বেড়েছে।

চীনের এক সন্তান নীতি শেষ হয় ২০১৬ সালে। এরপর ২০২১ সাল পর্যন্ত চীনা দম্পতিরা তিন সন্তান নেওয়ার অনুমতি পান। ২০২১ সালে যত খুশি সন্তান নেওয়া যাবেএ নীতিতে ফেরে দেশটি। চীনের অনেক দম্পতি এখন আর সন্তান নিতে চান না। কারণ, এক জোড়া মানুষের প্রত্যেকের একজন বাবা ও একজন মা আছেন। আবার এই মা—বাবার প্রত্যেকের ওপরে আরও একজন মা -বাবা আছেন। যাঁদের দেখাশোনা ও প্রতিপালনে দায়িত্ব এই দম্পতির। একটি নতুন শিশু লালন—পালনে খরচের কারণে বয়স্ক মানুষ পরিবারে থাকায় তাঁদের জন্য মানিয়ে নেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

চীনের মানুষের গড় কাঙ্ক্ষিত আয়ু অন্যান্য দেশের তুলনায় ওপরের দিকে। প্রায় ৭৯ বছর। দেশটির মোট জনসংখ্যা ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন। এ সংখ্যা ইতিমধ্যে কমতে শুরু করেছে। এক দশক ধরেই তাদের জনবল কমছে। এর পেছনে আছে সেই এক সন্তান নীতি। চীনে প্রত্যেক অবসরপ্রাপ্ত মানুষ বা শিশুকে লালন—পালন করে মাত্র দুজন কর্মক্ষম ব্যক্তি। নেচার-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী ২৫ বছরে দেশটিতে ৬০ বছরের বেশি বয়সী মানুষ হবে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন। সরকার এসব মানুষের দেখভাল করতে গিয়ে চাপে পড়বে। স্বাস্থ্যসেবার খরচ বেড়ে হবে দ্বিগুণ।

অন্যদিকে আফ্রিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। যেমন নাইজেরিয়া। দেশটিতে জন্মহার কমছে। কিন্তু চীনের তুলনায় জন্মহার ২০ গুণ বেশি। নাইজেরিয়ানদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। দেশটির লাখ লাখ মানুষ ক্ষুধার্ত জীবন কাটানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। ১৯৬৮ সালে যখন পৃথিবীতে সাড়ে তিন বিলিয়ন মানুষ ছিল, তখন জীববিজ্ঞানী পল এহরলিচ তাঁর বই দ্য পপুলেশন বোম্বেতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এরপর কয়েক মিলিয়ন মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা যায়। পরে কৃষিতে সবুজ বিপ্লব সংঘটিত হয়। সার, কৃষিযন্ত্র ও উচ্চফলনশীল ফসল বদলে দেয় কৃষিকে।

> **খাদ্যনিরাপত্তা ক্রমে বাড়তে থাকা জনসংখ্যার জন্য উদ্বেগের বিষয়। জন্মহার কমানোর সবচেয়ে বড় চালক শিক্ষা। বিশেষ করে নারীদের জন্য। এক দশক আগে গবেষকেরা নির্ধারণ করেন, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে শতাব্দীর মাঝামাঝি বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এক বিলিয়ন কম হতে পারে।**

খাদ্যনিরাপত্তা ক্রমে বাড়তে থাকা জনসংখ্যার জন্য উদ্বেগের বিষয়। জন্মহার কমানোর সবচেয়ে বড় চালক শিক্ষা। বিশেষ করে নারীদের জন্য। এক দশক আগে গবেষকেরা নির্ধারণ করেন, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে শতাব্দীর মাঝামাঝি বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এক বিলিয়ন কম হতে পারে। পরের কয়েক দশকে শিক্ষার সুযোগ কী পরিমাণে এবং কত দ্রুত প্রসারিত হবে, তা নির্ধারণ করে দেবে ২১০০ সালে কতজন পৃথিবীতে বাস করবে। এ পদ্ধতি জটিল। তবে গবেষকেরা মনে করেন, ২০৫০ সালে পৃথিবীতে যাঁরা বেঁচে থাকবেন, তার বেশির ভাগ মানুষ জন্ম নিয়ে ফেলেছেন। আর আজ যাদের বয়স পাঁচ বছর, আশা করা যায় তারা মোটামুটি ১০০ বছর বাঁচবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নত পরিস্থিতি তাদের কাঙ্ক্ষিত জীবনসীমা বাড়িয়ে তুলবে।

গবেষকেরা আগের ঘটনাগুলোর ওপর ভিত্তি করে মনে করেন, শিগগিরই আরেকটি মারাত্মক মহামারি দেখা দিতে পারে। রাশিয়া—ইউক্রেন যুদ্ধের মতো সংকট থাকলেও জনসংখ্যাবিদদের কেউ এ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক মাইগ্রেশনের সম্ভাবনার কথা বলেন না। তবে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, তখন পর্যন্ত জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯ বিলিয়ন।

কয়েক বছর আগে জাতিসংঘ অনুমান করে, ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা হবে ১১ বিলিয়ন। এ বছরের শুরুর দিকে এ অনুমান সংশোধন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, জনসংখ্যা হবে ১০ দশমিক ৪ বিলিয়ন। কৃতিত্বটা প্রতি পরিবারে জন্ম নেওয়া শিশুদের গড় সংখ্যা হ্রাস হওয়ার দিকে যায়। ২০১৮ সালে ভিয়েনার ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অ্যাপ্লায়েড সিস্টেমস অ্যানালাইসিসের গবেষকেরা অনুমান করেন, ২০৭০ সালে জনসংখ্যা বেড়ে ৯ দশমিক ৭ বিলিয়ন হতে পারে। এরপর শতাব্দীর শেষ নাগাদ প্রায় ৯ বিলিয়নে নেমে আসবে। তাঁরা মনে করেন, এটি শুধু প্রজনন সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না। শিশুমৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গেও এর সম্পর্ক আছে। অন্যদিকে সিয়াটলের ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিকস বলছে, ২০৬৪ সালে জনসংখ্যা প্রায় ৯ দশমিক ৭ বিলিয়ন হতে পারে। শতাব্দীর শেষ নাগাদ কমে ৮ দশমিক ৮ বিলিয়নে নেমে যাবে। বুলগেরিয়া, স্পেনসহ প্রায় দুই ডজন দেশে জনসংখ্যা অর্ধেকে নেমে যেতে পারে।

আবার সম্প্রতি আর্থ ফর অল কালেকটিভ নামে পরিবেশবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের একটি সংগঠন দাবী করেছে, উন্নত শিক্ষা, লিঙ্গসমতা ও পরিবেশবান্ধব মূল্যবোধ গড়ে তুললে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কমবে। সে ক্ষেত্রে ২১০০ সালের দিকে জনসংখ্যা হতে পারে ৬ বিলিয়ন। এভাবে গবেষকেরা ভবিষ্যতে জন্মের হার অনুমানের চেষ্টা করছেন। মডেলগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে গবেষকেরা একমত, ভবিষ্যতের জনসংখ্যার অনুমানগুলো জলবায়ু পরিবর্তনকে পুরোপুরি বিবেচনায় নেয়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের হার নির্ভর করে পৃথিবীবাসী কত দ্রুত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমায়, তার ওপর। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, শরনার্থীদের স্রোতসহ অনেক বিষয় বিবেচনায় না নিয়েই নিয়ে জনসংখ্যার অনুমান করা হচ্ছে। এতে অনুমান সঠিক হচ্ছে না পুরোপুরি। যেহেতু এ শতাব্দীর শেষার্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধি চূড়ায় উঠবে, তাই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই জনসংখ্যা কমতে থাকবে। গবেষকেরা একমত, বিশ্বের জনসংখ্যা সম্ভবত শতাব্দীর শেষের আগে শীর্ষে উঠবে। আর এ জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি এশিয়া ও আফ্রিকার মাত্র আটটি দেশ থেকে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশগুলো হলো পাকিস্তান, ফিলিপাইন, ভারত, মিসর, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, নাইজেরিয়া ও কঙ্গো। আর শতাব্দীর শেষ নাগাদ থাইল্যান্ড, স্পেন, জাপানসহ প্রায় দুই ডজন দেশে জনসংখ্যা অর্ধেকে নেমে যেতে পারে। তাই দুটি দেশ থেকেই অনেক কিছু শেখার আছে। চীন ও নাইজেরিয়া হলো সেই দুটি দেশ। তারা এখন নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি।

গভীর সমুদ্রের অজানা জগৎ

মারুফা ইসহাক

সমুদ্র দেখার আগ্রহ আমার কখনো শেষ হয় না। সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে মনে হয়, বিস্ময় আর রহস্যে ঘেরা একটা জগৎ আমার সামনে। অথচ আমি এর পুরোটা দেখতে পাচ্ছি না। যেখানে আগ্রহ আর রহস্য, সেখানেই প্রশ্ন, কৌতূহল আর বিজ্ঞানীদের আনাগোনা। গভীর সমুদ্রের অজানা এ জগৎকে জানতে দুঃসাহসী অভিযান করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর যে জায়গা, সেটার নাম চ্যালেঞ্জার ডিপ। এটা প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চের একটা অংশ। এর গভীরতা প্রায় ১১ হাজার ৩৪ মিটার। কিন্তু এতটা গভীরে কোনো মানুষের পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

আহমেদ নামে একজন মিসরীয় ২০১৪ সালে লোহিত সাগরে ৩৩২ মিটার পর্যন্ত পৌঁছে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। এ রেকর্ড ভাঙতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বহু ডুবুরির। কারণ গভীর সমুদ্রে চাপ এত বেশি যে সেই চাপে মানবদেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সাধারণত ২০০ মিটার গভীর থেকে ধীরে ধীরে সমুদ্রের ভেতর আলো কমতে থাকে। আর ১ হাজার মিটার গভীরে সব কিছু অন্ধকার। গভীর সমুদ্রের তাপমাত্রাও খুব কম, ভীষণ ঠান্ডা সেখানে। এত সব চ্যালেঞ্জ সামলে সমুদ্রের রহস্য ভেদ করতে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন সাবমারসিবল। এক ধরনের ছোট ডুবোযান। বিজ্ঞানীরা যখন জাহাজে করে সমুদ্র অভিযানে বের হন, তখন তাঁদের জাহাজে আরও অনেক যন্ত্রপাতির সঙ্গে অনেক সময় সাবমারসিবলও থাকে। সমুদ্রের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে জাহাজ থেকে একে সমুদ্রে পাঠানো হয়। গভীর সমুদ্রের পানি এবং সমুদ্রের তলদেশের উপাত্ত সংগ্রহে এরা দারুণ কাজ করে।

তবে সবমারসিবল আর সাবমেরিন আসলে এক নয়। সাবমেরিন সাধারণত আকারে বড় হয়। এতে যথেষ্ট পাওয়ার এবং গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। কাজেই একটা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে আবার স্বাধীনভাবে সেখানে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু সাবমারসিবলের একটা সাপোর্ট সিস্টেম অথবা জাহাজের দরকার হয়। সাবমারসিবলে স্টিল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, লাইট, উপাত্ত এবং নমুনা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, কোনো কিছু ধরার জন্য হাইড্রলিক বাহু, সোনার সিস্টেম, লেজার সিস্টেম, বিভিন্ন সেন্সরসহ অনেক কিছু থাকতে পারে।

সাবমারসিবল সাধারণত তিন ধরনের হয়। হিউম্যান অকুপাইড ভেহিকল (এইচওভি), রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকল (আরওভি) এবং অটোনোমাস আন্ডারওয়াটার ভেহিকল (এইউভি)। এইচওভি-র নাম থেকেই বোঝা যায়, এর ভেতরে মানুষ থাকতে পারে। কিন্তু আরওভি এবং এইউভিতে কোনো মানুষ থাকে না। এসব সাবমারসিবলের কারণেই হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট (যেখানে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা প্রায় ৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস), টাইটানিক জাহাজ, মারিয়ানা ট্রেঞ্চসহ আরও নানা অভূতপূর্ব বিষয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি। এইচওভি-র মধ্যে বেশ নামকরা একটি হলো আলভিন। ১৯৬৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় চার হাজারের বেশি অভিযানে অংশ নিয়েছে এটি। এখন অবশ্য যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর ব্যাটারি, লাইট, ইমেজ সিস্টেমসহ সবকিছুতেই নিত্যনতুন প্রযুক্তি যুক্ত হচ্ছে। একজন ডুবুরি যা করতে পারেন, এর ভেতর বসে একজন মানুষও সে কাজগুলো অনায়াসে করতে পারবে। ভিডিও গেম খেলার সময় যেমন জয়স্টিক ব্যবহার করা হয়, আরওভি সাবমারসিবলগুলোকে অনেকটা সেভাবে জাহাজ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাধারণত জাহাজের সঙ্গে ক্যাবল দিয়ে এরা সংযুক্ত থাকে। ক্যাবলের মাধ্যমেই সিগন্যাল আদান-প্রদান হয়। আরওভি হারকিউলিস তো প্রায় ১১৩ কিলোগ্রাম যত্রপাতি এবং নমুনা আনা-নেওয়া করতে পারে। এমনকি রিয়েল-টাইম টেলিপ্রেজেন্স বা ভিডিও কল করার মতো ভিডিও ক্যামেরাও আছে এর সঙ্গে। সমুদ্রে না থেকেও শিক্ষার্থী এবং বিজ্ঞানীরা অভিযানের সময় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। ভোক্সওয়াগন বিটলস আকারের এই আরওভি সমুদ্রের প্রায় ৪ হাজার মিটার গভীর পর্যন্ত চাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে প্রায় তিন দিন ধরে।

> **সমুদ্র গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের সাবমারসিবলের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। এদেরকে আরও উন্নত এবং সহজলভ্য করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। গভীর সমুদ্রের বিশাল এক জগত এখনো আমাদের অজানা। তবে নিত্যনতুন বিস্ময়কর তথ্য আমাদের প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করছে। সেই সঙ্গে সামনে নিয়ে আসছে আরও অনেক নতুন প্রশ্ন এবং আবিষ্কারের উদ্দীপনা।**

কোনো কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে এইচওভি এবং আরওভি একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়। টাইটানিক জাহাজ নিয়ে গবেষণায় এইচওভি আলভিন এবং আরওভি জেসন জুনিয়র একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল। এইউভি সাবমারসিবলগুলো সবচেয়ে ছোট। এদের খরচও কম। কোনোরকম পাইলট বা সুপারভাইজার দরকার হয় না। সমুদ্রে পাঠানোর আগেই কী কী উপাত্ত কীভাবে সংগ্রহ করা হবে, সেসব এর মধ্যে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, এর আকার ছোট। ব্যাটারি পাওয়ার সংরক্ষণের জন্য এখানে একসঙ্গে অনেক ধরনের সেন্সর এবং যন্ত্রাংশ সংযোজন করা যায় না। তবে বিভিন্ন কাজে এইউভি ব্যবহার করা হয়। যেমন সমুদ্র তলদেশের মানচিত্র তৈরি এবং সার্ভে করা, সমুদ্রের তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এসব তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি। কিছু এইউভিতে 'রিমাস শার্কক্যাম' থাকে। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু সামুদ্রিক প্রাণীকে অনুসরণ করা সম্ভব হয়। যেমন বিখ্যাত সাদা হাঙর। এ ছাড়া স্প্রে গ্লাইডার সমুদ্রের তাপমাত্রা, চাপ, লবণাক্ততা, সমুদ্রস্রোত, সামুদ্রিক ক্লোরোফিল এবং বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারে।

সমুদ্র গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের সাবমারসিবলের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। এদেরকে আরও উন্নত এবং সহজলভ্য করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। গভীর সমুদ্রের বিশাল এক জগত এখনো আমাদের অজানা। তবে নিত্যনতুন বিস্ময়কর তথ্য আমাদের প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করছে। সেই সঙ্গে সামনে নিয়ে আসছে আরও অনেক নতুন প্রশ্ন এবং আবিষ্কারের উদ্দীপনা।

হিংসা থামছেই না! নদিয়ায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুন নির্দল প্রার্থীর সমর্থককে

নদিয়া, ২৯ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস, হিংসা থামছেই না! ফের হিংসার বলি হলেন একজন নির্দল প্রার্থীর সমর্থক। নদিয়া জেলার নাকাশিপাড়ায় খুন হলেন নির্দল প্রার্থীর সমর্থক। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নিহতের নাম-খবির শেখ। শুক্রবার রাতে খাবার খেতে বসেছিলেন তিনি। সেই সময় কয়েকজন তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই পঞ্চায়েত ভোটে নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন করা ব্যক্তিকে উঠোনে টেনে এনে বাঁশ, লাঠি নিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসায় পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

এর পর খবির শেখ নামে ওই প্রৌঢ়কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তখনই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বেথুয়াডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হামলাকারীরা প্রত্যেকে দুষ্কৃতীরা শাসকদল আশ্রিত বলে দাবি করেছে মৃতের পরিবার। যদিও ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। শুক্রবার রাতে এ নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার বীরপুরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বাহিনী।

২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে ৪ জুন

দুবাই, ২৯ জুলাই(হি.স.): টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর
৪ জুন থেকে। আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১০টি ভেন্যুতে হবে ম্যাচগুলো। ৩০ জুন শেষ হবে বিশ্বকাপ।

আইসিসির একটি প্রতিনিধিদল চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে কিছু ভেন্যু পরিদর্শন করেছে। তার মধ্যে ফ্লোরিডার লডারহিলে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আগে হয়েছে। এ ছাড়াও টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো হবে মরিসভিল, ডালাস, নিউইয়র্কে।

বর্তমানে মারসভিল ও ডালাসে মেজর লিগ ক্রিকেট (এমএলসি) চলছে। ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়াম, মরিসভিলের চার্চ স্ট্রিট পার্ক এবং নিউইয়র্কের ফন কোর্টল্যান্ড পার্ক এখনো আন্তর্জাতিক ভেন্যুর মর্যাদা পায়নি। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, এটি বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। তাই ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড (সিডব্লিউআই) ও ইউএসএ ক্রিকেট বোডকে (ইউএসএসি) সঙ্গে নিয়ে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আইসিসি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

মগরাহাটে তৃণমূলের জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যকে নৃশংসভাবে খুন; গুলিবিদ্ধ প্রতিবেশীও, আটক এক

মগরাহাট, ২৯ জুলাই (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে গুলি করে এবং কুপিয়ে খুন করা হল গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী সদস্যকে। মগরাহাট পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্জুনপুর এলাকায় শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। নিহতের নাম মৈমুর ঘরামি। তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। মৈমুরের পাশাপাশি এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন তাঁরই প্রতিবেশী শাজাহান মোল্লা নামে এক ব্যক্তি। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক জনকে আটক করেছে মগরাহাট থানার পুলিশ। খুনের ঘটনার পর থেকে থমথমে মগরাহাট পূর্বর অর্জুনপুর এলাকা। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন মৈমুর। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে কয়েক জন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে। মৈমুরকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। এর পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে কোপানোও হয় বলেও অভিযোগ। মৈমুরের চিৎকার শুনে তাঁকে বাঁচাতে আসেন মৈমুরের প্রতিবেশী শাজাহান। অভিযোগ, তাঁকেও গুলি করে দুষ্কৃতীরা। এর পরই ওই দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে তাঁদের দু'জনকেই রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৈমুরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুলিবিদ্ধ শাজাহানের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। ঘটনার পর রাতেই বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছন ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও মিতুন দে।

ডেঙ্গিতে ফের মৃত্যু হল কলকাতায়, বাড়ছে উদ্বেগ

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : ডেঙ্গি নিয়ে ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ছে। ডেঙ্গিতে ফের মৃত্যু হল কলকাতায়। মৃতার নাম, অনিমা সর্দার। তিনি বারুইপুরের বাসিন্দা ছিলেন। ওই মহিলা এম আর বাঙুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কলকাতা পুরসভার ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঠাকুরপুকুরে কয়েক মাস ধরে ভাড়া ছিলেন অনিমাদেবী। তিনি পরিচারিকার কাজ করতেন। কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। তাঁকে বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার অবস্থার অবনতি হওয়ায় এম আর বাঙুরে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ডেঙ্গি হেমারেজিক ফিভারে আক্রান্ত হয়ে শকে চলে গিয়েছিলেন অনিমাদেবী। শুক্রবার তাঁর মৃত্যু হয়। ডেঙ্গি পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হওয়ায় রাজ্যের মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে কলকাতার মেয়র প্রতিনিয়ত বৈঠকে বসছেন। একের পর এক নির্দেশিকা জারি করছে স্বাস্থ্য দফতর। ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

একটি অনুষ্ঠানে জনগণ মেয়রের কাছে মশার উপদ্রব বেড়ে যাওয়া নিয়ে অভিযোগ জানান। অনুষ্ঠান শেষে মেয়র জানান, শহরে অনেক বাড়ি তালাবন্ধ পড়ে থাকে। সেখানে পুরসভা সহজে ঢুকতে পারে না। বহু জমির মালিককেই খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে লোকেরা ময়লাও ফেলেন। ওই সমস্ত জায়গায় মশার উপদ্রব বাড়ছে। তবে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পুরসভা সার্বিকভাবে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।

বৃষ্টিতে ভিজল মহানগরী, ঝেঁপে বর্ষণ দক্ষিণবঙ্গজুড়ে, মনোরম আবহাওয়ায় স্বস্তি

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি.স.): সপ্তাহান্তে বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই, সেই মতো শনিবার সকাল থেকেই বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা-সহ আশেপাশের জেলা। শনিবার সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতা লাগোয়া দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, হাওড়া ও হুগলিতেও। কয়েকটি জেলায় আবার বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টি চলছে উত্তরবঙ্গেও।

শনিবার সকাল থেকেই মেঘলা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলি। মাঝেমধ্যেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামে, মনোরম আবহাওয়ায় স্বস্তি ফিরে পেয়েছে দক্ষিণবঙ্গবাসী। তবে, মহানগরীর তাপমাত্রা এখনও খুব বেশি নামেনি। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে মহরমের তাজিয়া শোকে পরিণত! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ৪, দগ্ধ ১০ জন

বোকারো, ২৯ জুলাই (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে মহরমের তাজিয়া পরিণত হল শোকে। শনিবার সকালে বোকারো জেলার পিটারওয়ার ব্লকের খেতকো গ্রামে মহররমের শোভাযাত্রার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও ১০ জন দগ্ধ হয়েছেন। মহরম উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন তাজিয়া বের করেছিলেন। তাজিয়াকে তোলার সময় ওপর থেকে যাওয়া ১১ হাজার হাই টেনশন বৈদ্যুতিক তারে তা আটকে যায়।

তারের সংস্পর্শে আসার জন্য তাজিয়া শোভাযাত্রায় রাখা ব্যাটারিতে বিস্ফোরণ ঘটে।

এই দুর্ঘটনায় মোট ১৪ জন গুরুতর দগ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৭ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক এবং দু''জনকে চিকিৎসার পর বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সবাইকে বোকারোতে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনার পর এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শনিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ এ ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন আসিফ রাজা (২১), এনামুল রব (৩৫), গোলাম হুসেন (১৮) ও সাজিদ আনসারি (১৮)।

জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, কম্পাঙ্ক ৫.৮

পোর্টব্লেয়ার, ২৯ জুলাই (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। শুক্রবার গভীর রাত ১২.৫৩ মিনিট নাগাদ ৫.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। দিগলিপুর থেকে ২৮৪ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং ক্যাম্পবেল বে থেকে ৪১৮ কিলোমিটার উত্তরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পের জেরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আতঙ্ক তৈরি হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, শুকবার গভীর রাত ১২.৫৩ মিনিট নাগাদ ৫.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৬৯ কিলোমিটার গভীরতায়, ১০.৭৫ অক্ষাংশ এবং ৯৩.৪৭ দ্রাঘিমাংশ। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডে, জলের তোড়ে ভেসে গেল বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের একাংশ

দেহরাদূন, ২৯ জুলাই (হি.স.): বৃষ্টির দুর্যোগ যেন কাটছেই না উত্তরাখণ্ডে। ভারী বৃষ্টির কারণে এবার জলের তোড়ে ভেসে গেল বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের একাংশ। শুক্রবার রাত থেকে ভারী বর্ষণ হয়েছে চামোলি জেলায়। এর জেরে লাম্বাগড়ে জলস্তর বৃদ্ধি পায়।

জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে জাতীয় সড়কের একাংশ।

চামোলি পুলিশ জানিয়েছে, টানা বৃষ্টির জেরে জাতীয় সড়কের ৫০ মিটার অংশ ভেসে গিয়েছে। গত কয়েক দিন ধরেই বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন এলাকা। প্রায় রোজই বিভিন্ন এলাকায় ধস নামার খবর প্রকাশ্যে আসছে। শুক্রবারও উত্তরাখণ্ডের কয়েকটি এলাকায় ধস নেমেছিল।

যার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী জাতীয় সড়ক। রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে দ্রুততার সঙ্গে।

২৮-দিনে তুষারলিঙ্গ দর্শন ৭ লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর, মসৃণভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা

জম্মু, ২৯ জুলাই (হি.স.): সুষ্ঠু ও মসৃণভাবেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। বিগত ২৮-দিনের মধ্যে তুষারলিঙ্গ দর্শন করেছেন ৭ লক্ষাধিক পুণ্যার্থী, যা এককথায় রেকর্ড। শনিবার সকালে জম্মুর ভগবতীনগর যাত্রী নিবাস থেকে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের আরেকটি দলটি কাশ্মীরের বালতাল ও পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের দিকে রওনা হয়েছে। গত পয়লা জুলাই অমরনাথ যাত্রার শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৭ লক্ষের বেশি পুন্যার্থী পবিত্র অমরনাথ গুহায় তুষারলিঙ্গ দর্শন করেছেন। আগামী ৩১-শে আগস্ট শেষ হবে বার্ষিক এই তীর্থযাত্রা।

শনিবার সকালে জম্মুর ভগবতীনগর যাত্রী নিবাস থেকে কাশ্মীরের বালতাল ও পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের দিকে রওনা হয়েছে ২৯-তম দল। মোট ২,০৫০ জন তীর্থযাত্রী এদিন সকালে অমরনাথের উদ্দেশে রওনা হন। তাঁদের মধ্যে ১,৬১৮ জন পুরুষ, ৩৫৭ জন মহিলা, ১২টি শিশু, ৫৪ জন সাঁধু ও ৯ সাধ্বী। ১ জুলাই অমরনাথ যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ৩৬ জন পুণ্যার্থীর।

বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে বড়সড় রদবদল, দিলীপ ঘোষ এখন শুধুই দলের সাংসদ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় কমিটিতে বড়সড় রদবদল করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দিলীপ ঘোষকে দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দিল বিজেপি, তিনি এখন শুধুই সাংসদ। পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি পদ খোয়ানোর পরে সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি করা হয়েছিল দিলীপ ঘোষকে। কিন্তু এ বার সেই পদ খোয়ালেন দিলীপ। এখন তিনি শুধুই মেদিনীপুরের সাংসদ। শনিবার সকালে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা যে নতুন কমিটি ঘোষণা করেছেন তাতে দিলীপের নাম নেই। এ নিয়ে বিরোধী শিবিরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, তবে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'শুনেছি দলের সাংসদদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। সেটা লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই। সাংসদরা যাতে নিজের নিজের এলাকায় বেশি করে সময় দিতে পারেন, তাই এই পদক্ষেপ।" প্রসঙ্গত, শনিবার সকালে ভারতীয় জনতা পার্টি নিজস্ব কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের তালিকা প্রকাশ করেছে - বান্দি সঞ্জয় কুমার, রাধামোহন অগ্রবালকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৯ জুলাই সবুজ মেরুন সমর্থকদের কাছে ঐতিহাসিক দিন, রয়েছে অনেক ইতিহাস

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি.স.): শনিবার, ২৯ জুলাই-এই দিনটি সবুজ মেরুন সমর্থকদের কাছে ঐতিহাসিক দিন। কারণ এই দিনটি মোহনবাগান দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর এই দিনটি উদযাপন করেন কোটি কোটি সবুজ মেরুণ সমর্থক। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিয় ক্লাবকে নিয়ে উঠেছে শুভেচ্ছার ঢেউ। তবে কেবল মোহনবাগান বা ভারতীয় ফুটবলই নয়, এই দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিস্মরনীয় ইতিহাস।

সালটা সকলেই জানেন। সলটা ১৯১১। মাত্র ৬ বছর আগে বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন লর্ড কার্জন। আর এর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা বাংলা। এর মাঝে খেলার মাঠে মোহনবাগান ঘটাল বিপ্লব।প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ব্রিটিশ দল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। সবুজ মেরুনকে নেতৃত্ব দিয়েছিনেন শিবদাস ভাদুড়ি। সেদিন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে খেলা বাঙালি ছেলেদের অমিতবিক্রম লড়াই ঠাঁই পেয়েছিল ইতিহাসে। সেদিন সবুজ মেরুণের সেই সাফল্য প্রভাবিত করেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে। আর তখন থেকেই এই দিনটিকে ''মোহনবাগান দিবস'' হিসাবে উদযাপন করা হচ্ছে।

শোকের আবহে মুর্শিদাবাদে পালিত মহরম, গ্রাম-শহরে পরিক্রমা করল শোভাযাত্রা

মুর্শিদাবাদ, ২৯ জুলাই (হি.স.): শোকের আবহে মুর্শিদাবাদে পালিত হল মহরম। শনিবার সকালে জেলার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ মফস্বল ও শহরে বেরোয় শোকযাত্রার তাজিয়া। কান্দি মহকুমার ভরতপুর, সালার, জীবন্তি মহালন্দিতে শোভাযাত্রায় গাওয়া হয় শোকগাথা মর্শিয়া। গ্রামে গ্রামে সুর করে সেদিনের কাহিনীর বর্ননা করছেন কাসেদরা। লালবাগ কেল্লা নিজামতের বাসিন্দা নবাব পরিবারের উত্তরসূরী শিয়া সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব রেওয়াজে ১ মহরম থেকে ১০ দিন ধরেই উদযাপন করে মহরম। শোকগ্রস্ত হয়ে বিরত থাকেন গীত বাদ্য সহ সকল উৎসব থেকে। শনিবার কালো পোষাক পরিহিত পুরুষেরা ইমামবাড়া থেকে সাদা ঘোড়া দুল দুল কে সাজিয়ে নিয়ে জুলুস বার করে শহর পরিক্রমা করেছে। শেষ হবে আমানিগঞ্জ কারবালার ময়দানে। পথে শহীদ হুসেনের বীরগাথা উচ্চারণের সাথে সাথে বুকে চাপড় মেরে চলছে মাতম। রাস্তার দু''''পাশে দাঁড়িয়ে মাতমে শরিক হয়েছেন মহিলারাও।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ পৌঁছল ৫০-এ; সুস্থতা ক্রমেই বাড়ছে, নতুন করে মৃত্যু হয়নি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১,৪৫৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৫।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪, ৬২,১৬৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৩৯,৯৬৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।
হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ডঃ কালামের মহাকাশ বিজ্ঞানের স্বপ্ন মোদীজির নতুন উদ্ভাবনের কারণে পূরণ হবে : অমিত শাহ

রামেশ্বরম, ২৯ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞানে সুযোগ রয়েছে। তাঁদের জন্য স্টার্টআপ উন্মুক্ত। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
শনিবার তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে 'ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম : মেমোরিস নেভার ডাই' বই প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
এই বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন, 'ইন্ডিয়া ২০২০: ভিশন ফর দ্য নিউ মিলেনিয়াম'''' বইতে ডঃ এপিজে আবদুল কালাম ভারতের উন্নয়নের রোডম্যাপ তুলে ধরেছেন। তিনি তিনটি বিষয় বলেছিলেন - ভারতকে অবশ্যই নিজস্ব সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিতে হবে, একটি প্রযুক্তি-ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ করতে হবে এবং কৃষি ও শিল্প এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।'
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞানে সুযোগ রয়েছে এবং তাঁদের জন্য স্টার্টআপগুলি উন্মুক্ত। আমি বিশ্বাস করি, এপিজে আবদুল কালামের মহাকাশ বিজ্ঞানের স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নতুন উদ্ভাবনের কারণে পূরণ হবে এবং ভারত মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদান করবে।' অমিত শাহ এদিন ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের ঘরও পরিদর্শন করেন।

হরেকরকম

ইলিশ মাছের ডিম ভাজা

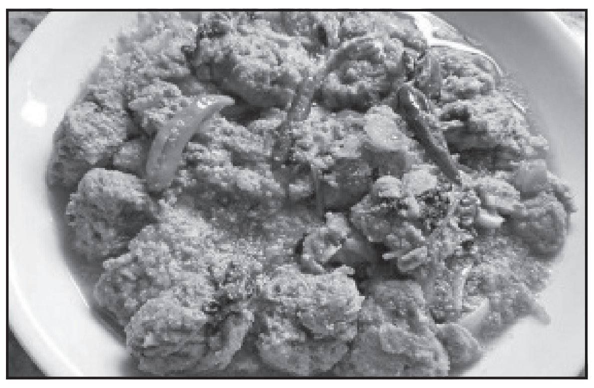

ইলিশ মাছের ডিম ভাজা খাবেন বলে আলাদা করে ফ্রিজে তুলে রেখেছিলেন। কিন্তু দু-চার দিন ফ্রিজে থাকায় ডিমের আর্দ্রতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কতটা শক্ত হয়ে গিয়েছে, তা হাত ঠেকাতেই টের পাচ্ছেন। কিন্তু চিন্তা হল, এই শক্ত ডিম ভাজা খেতে গেলে তো দাঁত খুলে হাতে চলে আসার উপক্রম হবে। তা হলে কি ইলিশ মাছের ডিম ফেলে দিতে হবে? একেবারেই না। এমন শক্ত মাছের ডিম জব্দ করারও উপায় আছে। ইলিশ মাছের ডিম ভাজা, ঝাল বা টকে না দিয়ে বানিয়ে ফেলুন বাংলাদেশের বিখ্যাত একটি পদ মাছের ডিম ভুনা। কী ভাবে বানাবেন? রইল তার প্রণালী।

উপকরণ ইলিশ মাছের ডিম: ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ, আদা বাটা: ১ চা চামচ, রসুন বাটা: ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা কুচি: ২ টেবিল চামচ , তেজপাতা: ১টি নুন: স্বাদ অনুযায়ী, তেল: ৩ টেবিল চামচ প্রণালী ১) প্রথমে কড়াইতে তেল গরম করে নুন, হলুদ মাখানো ডিমগুলো ভেজে তুলে রাখুন। ২) ওই তেলের মধ্যেই তেজপাতা, পেঁয়াজ, রসুন এবং আদা বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। ৩) এর পর একে একে সব মশলাগুলি দিয়ে দিন। বেশ কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। ৪) এ বার ভেজে রাখা ডিমগুলো হাত দিয়ে ভেঙে গুঁড়ো করে নিয়ে কড়াইতে দিয়ে দিন। ৫) প্রয়োজন হলে সামান্য জল দিন। সামান্য একটু নুনও দিতে পারেন। ৬) কষাতে কষাতে তেল বেরিয়ে এলে উপর থেকে কাঁচালঙ্কা কুচি ছড়িয়ে দিন। ৭) উপর থেকে সামান্য কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

আড় মাছের তাওয়া ফ্রাই দিয়েই করুন স্বাদবদল

বাজারে গেলে ইলিশের দাম দেখে মাথায় হাত পড়ে যায়। অন্য দিকে, রুই, কাতলা, চিংড়ি খেতে খেতেও একঘেয়েমি এসে যায়। এ ক্ষেত্রে আড় মাছ কিনে আনতে পারেন বাজার থেকে। আড় দিয়ে কেবল কালিয়া কিংবা জিরে বাটা দিয়ে ঝোল নয়, সন্ধের জলখাবারেও এই মাছ দিয়ে কামাল করতে পারেন। বাড়িতে অতিথি এলেও চটজলদি বানিয়ে ফেলতে পারেন তাওয়া ফ্রাই। রইল রেসিপি। উপকরণ: আড় মাছের ফিলে: দেড়, ইঞ্চি পিস করে কাটা, পুদিনা পাতা: আধ কাপ, ধনেপাতা: ১ কাপ, লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ, আদা, রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ, কাঁচা লঙ্কা: ৪ টি, জল ঝরানো দই: আধ কাপ, তেল: ১ টেবিল চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো: ১/৪ চা চামচ, নুন: স্বাদ মতো, ময়দা: ১ কাপ প্রণালী: লেবুর রস, আদা, রসুন বাটা দিয়ে ১৫ মিনিট মাছ ম্যারিনেট করে রাখুন। কাঁচা লঙ্কা, পুদিনা পাতা, ধনেপাতা একসঙ্গে বেটে নিন। এই বাটা, দই, তেল ও মরিচ গুঁড়ো, নুন একসঙ্গে মিশিয়ে মাছের গায়ে মাখিয়ে রাখুন আরও আধ ঘণ্টা। মাছ ময়দায় উল্টে পাল্টে নিয়ে, অতিরিক্ত ময়দা ঝেড়ে নিন। নন-স্টিক প্যানে তেল গরম করুন। মাছ দিয়ে উল্টে-পাল্টে দু'পাশ মুচমুচে করে ভেজে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

নিজেকে ফিট রাখতে কী করবেন, কী নয়?

শুধু শীতকাল নয়, বর্ষাতেও অনেকের ওজন বেড়ে যায়। এর অন্যতম কারণ হল শরীরচর্চায় আলসেমি। ঝিরিঝিরে বৃষ্টি আর ঠান্ডা হাওয়ায় জিমে তো দূর, বিছানা থেকে নেমে ব্যায়াম করতেই ভাল লাগে না। অথচ বর্ষাতেই রোগবালাইয়ের আশঙ্কা বেশি। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা জরুরি। তা না হলে মরসুমি অসুখ-বিসুখের সঙ্গে লড়াই করা সহজ নয়।

বর্ষাকালে সুস্থ থাকতে কয়েকটি বিষয়ে বেশি নজর দেওয়া জরুরি। তেমনই কিছু জিনিস এড়িয়ে চলা প্রয়োজন।

নিজেকে ফিট রাখতে কী করবেন?

১) সারা বছর সকালবেলা উঠে জিমে গেলেও বর্ষায় জলকাদা পেরিয়ে তা একেবারেই ইচ্ছে করে না। তেমন হলে শরীরচর্চা বন্ধ করে দেওয়া ঠিক হবে না। বাড়িতেই শরীরচর্চা করতে পারেন। স্কিপিং, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করলেও অনেকটা সুফল পাওয়া যায়। তবে বাড়িতে শরীরচর্চা করলেও জিমের পোশাক পরা জরুরি। তাতে আলাদা করে একটা চনমনে ভাব আসে শরীরে।

২) ভারী শরীরচর্চা কিংবা লাফালাফি করা ছাড়াও যোগাসন করতে পারেন। যোগাসন খুবই ফলদায়ক। জিমে ঘাম ঝরিয়ে যা উপকার পাওয়া যায়, আধ ঘণ্টার যোগাসন করলেও একই সুফল মেলে।

৩) বর্ষায় তেষ্টা কম পায়। তাই জল খাওয়ার কথা মনেও থাকে না। কিন্তু এমন করলে চলবে না। বরং এই মরসুমে বেশি করে জল খেতে হবে। ১৫ মিনিট অন্তর জল খান। রাস্তায় বেরোলে সঙ্গে জলের বোতল রাখুন। অফিসের ডেস্কেও জল রাখুন।

৪) প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এমন খাবার বেশি করে খান। রোগের সঙ্গে লড়াই করতে প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হওয়া জরুরি। তাই হলুদ দুধ, পুদিনা চা, আদা, রসুন, বেশি করে খান। এগুলি রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কমায়।

কী করবেন না?

১) বাইরের খাবার একেবারেই খাবেন না। বিশেষ করে ফুচকা, শিঙাড়া, বড়া পাও, চাটের মতো খোলা জায়গায় বিক্রি হওয়া খাবার থেকে দূরে থাকুন। এ ধরনের খাবার থেকে পেটের সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায়। পেটের স্বাস্থ্যে ভাল না থাকলে ফিট থাকা সম্ভব নয়।

২) শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে যত কম থাকা যায়, ততই ভাল। বাতানুকূল যন্ত্রের আবহে থাকলে শুধু শরীর নয়, এর প্রভাব পড়ে ত্বক এবং চুলেও। সেই সঙ্গে ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে সর্দি-কাশি, জ্বরের ঝুঁকিও থেকে যায়।

টিফিনে কী খেলে রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে?

ডায়াবিটিসের প্রকোপ বাড়ছে ঘরে ঘরে। রোজের জীবনে নানা রকম অনিয়ম মাঝবয়স থেকেই এই রোগের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে। অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, অত্যধিক মানসিক চাপের কারণে বয়স ৩০-এর কোঠা পেরোতে না পেরোতেই ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে। সুস্থ জীবনযাপন করেও জিনগত কারণে কারও কারও শরীরে ধরা পড়ছে ডায়াবিটিস। এই রোগের হাত ধরে শরীরে বাসা বাঁধে কোলেস্টেরল, থাইরয়েড, উচ্চ রক্তচাপের মতো হাজারটা রোগ।

ডায়াবিটিসকে জব্দ করা সহজ নয়। খাওয়াদাওয়ায় নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি, রোজের জীবনে কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে চিকিতকের পরামর্শ মতো ওষুধ তো রয়েছেই। রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লে খাওয়াদাওয়ায় চলে আসে একাধিক বিধি-নিষেধ। তখন ইচ্ছেমতো খাবার খাওয়ার সুযোগ থাকে না। যে কোনও উপায়েই হোক, ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। কিছু ঘরোয়া টোটকা দিয়েও ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে ভরসা রাখতে পারেন কালো ছোলায়। ডায়াবেটিকরা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কালো ছোলা খেতেই পারেন। ১০০ গ্রাম কালো ছোলায় ১০ গ্রামের বেশি ডায়েটারি ফাইবার থাকে। ফাইবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। শুধু ডায়াবিটিস নয়, ছোলা কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে। ওজন ঝরানোর ডায়েটেও ছোলা রাখতে পারেন আপনি। বাড়তি ওজনও ডায়াবিটিসের কারণ হতে পারে। তাই ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজের খাদ্যতালিকায় কালো ছোলা রাখতেই পারেন। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী ভাবে কালো ছোলা খাবেন? ডায়াবিটিস রোগীরা প্রাতরাশে কিংবা সন্ধের টিফিনে কালো ছোলার চাট বানিয়ে খেতে পারেন। অফিস কিংবা স্কুল-কলেজে সেদ্ধ ছোলা সঙ্গে রাখতে পারেন। খিদে পেলেই মুঠো করে খেয়ে নিতে হবে। ছোলা দিয়ে তরকারি বানিয়েও খেতে পারেন। অঙ্কুরিত ছোলা দিয়ে স্যালাড বানিয়েও খেতে পারেন। এ ছাড়া, ছোলা রোজের খাদ্যতালিকায় রাখলে হার্ট ভাল থাকে। শরীরে আয়রনে ঘাটতি হলেও ছোলা খেতে পারেন। রক্তাল্পতার সমস্যা দূর করতেও ছোলা ডায়েটে রাখতে পারেন।

বর্ষার সন্ধ্যায় এয়ার ফ্রায়ারে বানিয়ে নিতে পারেন

ইদানীং অনেকের হেঁশেলে জায়গা করে নিয়েছে এয়ার ফ্রায়ার। এই যন্ত্রে রান্না করলে তেলের প্রয়োজন পড়ে না বললেই চলে। ফলে স্বাস্থ্য সচেতনদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই যন্ত্র। মুখরোচক কিছু খেতে ইচ্ছে করলেও অনেক সময়ে ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে খান না। তবে এয়ার ফ্রায়ার থাকলে সেই ভয় নেই। এয়ার ফ্রায়ার দিয়েই বানিয়ে নিতে পারেন সুস্বাদু কিছু খাবার।

মুখরোচক মানেই যে তাতে ডিম, মাছ, মাংস থাকতে হবে, তা কিন্তু নয়। নিরামিষ অনেক খাবারও বানাতে পারেন এই যন্ত্রে।

স্প্রিং রোল

বর্ষায় সন্ধেবেলায় একটু অন্য রকম কিছু খেতে চাইলে বানাতে পারেন নিরামিষ স্প্রিং রোল। বাঁধাকপি, গাজর, ক্যাপসিকাম এবং পছন্দের আরও বেশ কিছু সব্জি দিয়ে পুর বানিয়ে স্প্রিং রোলের আকারে গড়ে নিন। ময়দা আর বেকিং সোডার মিশ্রণে ডুবিয়ে এয়ার ফ্রায়ারে সোনালি করে ভেজে নিন।

স্টাফড মাশরুম

মাশরুম খেতে ভালবাসেন? তা হলে মাশরুম দিয়েই বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে সুস্বাদু এক পদ। মাশরুমগুলি প্রথমে সেদ্ধ করে নিন। তার পর বিস্কুটের গুঁড়ো, বিভিন্ন মশলায় মাখিয়ে গোল করে গড়ে নিন। এয়ার ফ্রায়ারে দিলেই মিনিট খানেকে তৈরি হয়ে যাবে এই পদ।

পকোড়া

বর্ষার সন্ধ্যায় টুকটাক খিদে মেটাতে পকোড়া হতে পারে আদর্শ। এয়ার ফ্রায়ারে ভাজলে একসঙ্গেই স্বাস্থ্যেরও যত্ন নেওয়া সম্ভব। এয়ার ফ্রায়ারে রান্না করার বেশ সহজও। থকথকে করে বেসনের মিশ্রণ বানিয়ে পকোড়া আকারে গড়ে এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে দিন। কয়েক মিনিটেই তৈরি হয়ে যাবে থালা ভর্তি পকোড়া।

ডিম কিংবা দুধের সঙ্গে আলু কি খাওয়া উচিত?

প্রতি বছর ৭ জুন বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় খাদ্য নিরাপত্তা দিবস। এই খাওয়ার জন্যই সব। অর্থাৎ আমরা খাবার খাই বলেই বেঁচে থাকি। শরীরের যাবতীয় শক্তি আসে এই খাবার থেকে। এবার এই খাবার খেলে যেমন পেট ভরে তেমনই আবার খাবার শরীর খারাপেরও কারণ। খাবার অনেক রোগেরও কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতিদিন প্রায় ১১ লক্ষ মানুষ খাপারের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর খাবারের এই সব বদঅভ্যাসের কারণে ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার যা কিছুই হতে পারে। খাবার ঠিকমতো না খেলে শরীরের ডিটক্সিফিকেশন হয় না ঠিকমতো। মশলাদার খাবার খেলে তা ঠিকমতো হজম হয় না, গ্যাস-অম্বলের সমস্যা হয় সেই সঙ্গে পেট ব্যথা হতে পারে। আয়ুর্বেদ কঠোর ভাবে কিছু খাবার একসঙ্গে খেতে মানা করেছে। কারণ এতে শরীরে টক্সিন জমে যায়। এতে শরীরে নানা রকম অসুখ, ফুড পয়জনিং এসব হতেই পারে। খাবারে কোনও রকম সংক্রমণ হলে সেখান থেকে ডায়ারিয়া, পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি, জ্বর, ঠান্ডা লাগা, মাথা ব্যথা, ডিহাইড্রেশন নানা রকম সমস্যা হতে পারে। আর তাই দেখে নিন কোন খাবারের সঙ্গে কী কী খাবেন না। দুধের সঙ্গে ফল খেলে বুঝে শুনে খাবেন। দুধের মধ্যে কোনও রকম টক ফল, তরমুজ, কলা, আঙুর এসব মেশাবেন না। এছাড়াও দুধের সঙ্গে চপ, শিঙাড়া. পকোড়া, ডিমভাজা, খিচুড়ি এসবও ভুল করে খাবেন না। প্রতিদিনের খাদ্যশস্যের সঙ্গে অনেকেই ফল খান। বিশেষত ওটস, কর্নফ্লেক্স এসবের সঙ্গে ফল মিশিয়ে খেতে ভালবাসেন। আয়ুর্বেদে দুধ-ফলের সঙ্গে সাবুদানা খেতে মানা করা হয়েছে। আর তাই চায়ের সঙ্গে খাদ্যশস্য একেবারেই নয়। চায়ের সঙ্গে টা-হিসেবে এই সব খাবার একদমই নয়। প্রোটিন সমৃদ্ধ কোনও খাবারই চায়ের সঙ্গে একদম নয়। প্রোটিনের সঙ্গে চর্বি জাতীয় খাবার খেলে হজম করতে খুবই সমস্যা হয়। যে কোনও স্টার্চ জাতীয় খাবারও একেবারে এড়িয়ে চলতে হবে। গরমে দই খাওয়া খুব ভাল। এতে হজম ভাল হয় আর ওজনও কমে। তবে দই এর সঙ্গে বিভিন্ন ডাল, পনির, গরম কোনও পানীয়, টক জাতীয় ফল, আম, ডিম, মাছ এসব খাওয়া একেবারেই ঠিক নয়। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সঠিক সুগন্ধি নির্বাচনের উপায়

নিজের সঙ্গে কোন সুগন্ধি ভালো যাবে বা কতক্ষণ স্থায়ী হবে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার। অনেকে আবার অন্যের ব্যবহৃত সুগন্ধ পছন্দ করে নিজের জন্য সংগ্রহ করেন। তবে দেখা যায় সেটা নিজের ক্ষেত্রে ভালো যাচ্ছে না। এর পেছনে রয়েছে নানান কারণ।

ভারতের 'আজাহ পরফিউমস'য়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সুগন্ধি বিশেষজ্ঞ আকাঙ্ক্ষা বিশত এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন। টাইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

নির্দেশিকার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রতিটা সুগন্ধিতে আলাদা আলাদা নির্দেশিকা থাকে যা সামগ্রিক ঘ্রাণ নির্ধারণ করে। সাধারণত তিনটি ভিন্ন ধাপ থাকে- বেইজ, টপ, মধ্যম বা হার্ট। আর এগুলো একসঙ্গে নির্দিষ্ট সুগন্ধ হিসেবে কাজ করে। সুগন্ধগুলো সাধারণত বিভিন্ন নোট হিসেবে ভাগ করা হয়। যেমন- ফুলের ভিন্ন সুগন্ধ গোলাপ, গার্ডেনিয়া, জেরানিয়ামের মতো গন্ধ। সিট্রাস বা টক-জাতীয় ফল যেমন আপেলের সুগন্ধ।

ভিন্নধর্মী ও কড়া সুগন্ধির মধ্যে রয়েছে মসলাদার ঘ্রাণ যেমন- স্টার অ্যানিস বা দারুচিনির ঘ্রাণ। এভাবে বিভিন্নভাবে ভাগ করা গন্ধগুলো নিজের রুচি অনুযায়ী নির্দেশিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ঘনত্ব নির্বাচন করা

ঘনত্বে ভিত্তিতে সুগন্ধি চার রকমের হয়ে থাকে। ঘনত্ব যত বেশি, দামও তত বেশি হয়। সাধারণত বেশি ঘনত্বের সুগন্ধি শক্তিশালী ঘ্রাণ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এটা সম্পূর্ণ একটা দিন স্থায়ী হতে পারে। এর পরের স্তর হল 'উ দো পার্ফাম' যা ব্যবহারের পর সাধারণত ছয় ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

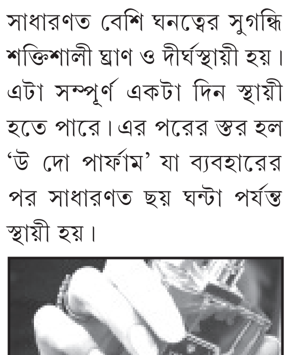

কোন টোটকায় স্বাদ বাড়বে ইলিশ ভাপার?

মাছের ঝাল হোক কিংবা পাতুরি সর্ষে বাটা ছাড়া বাঙালির চলে না। আমিষ পদ হোক কিংবা নিরামিষ চচ্চড়ি, রান্নায় সর্ষেবাটা ব্যবহার করলেই স্বাদ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। চটজলদি কোনও পদ বানাতে হলে রাঁধুনীরা ভরসা রাখেন সর্ষের উপরেই। ইদানীং অনেকেই প্যাকেটের সর্ষে গুঁড়ো জলে গুলে নিয়ে রান্নায় ব্যবহার করেন।

সর্ষে বেটে রান্না করার স্বাদই আলাদা। এই মশলা বাটার সময়ে অনেক সময়ে তেতো হয়ে যায়। সেই সর্ষে দিয়ে রান্না করলে তার স্বাদও বিগড়ে যায়। বাটার সময়ে কিছু ভুলেই এমনটা হয়। জেনে নিন কী করে সর্ষে বাটলে আর কখনও তেতো হবে না মিশ্রণটি। ১) একসঙ্গে অনেকটা সর্ষে কিনে রেখে দিয়েছেন? সর্ষে দীর্ঘ দিন ধরে মজুত রাখলে মাঝে মাঝে তা বার করে রোদে দিন। সর্ষে রান্না করার আগে আধ ঘণ্টা রোদে রাখতে পারলে খুব ভাল হয়। ২) বাটার আগে পরিমাণ মতো সর্ষে নিয়ে ঈষদুষ্ণ জলে মিনিট পনেরো ভিজিয়ে রাখুন। এই পন্থা মানলে বাটা সর্ষে কখনও তেতো হবে না। কী কী দিয়ে সর্ষে বাটলে রান্নার স্বাদ বাড়বে? সর্ষে একবারে বেটে নেওয়াই শ্রেয়। মানে যতটা পরিমাণ সর্ষে বাটা প্রয়োজন, সবটা একসঙ্গে বেটে নিন। দু'বারে বাটা সর্ষে একসঙ্গে মেশাবেন না। পরিমাণ মতো ভিজিয়ে রাখা সর্ষে নিয়ে তার সঙ্গে নুন, হলুদ ও কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে মিশিয়ে বাটতে হবে। তা হলে আর তেতো হবে না। কালো সর্ষে বেটে রান্না করলে অনেক সময়ে বেশি ঝাঁঝ হয়ে যায়। সেই ঝক্কি এড়ানোর জন্য কালো সর্ষে আর সাদা সর্ষে সমপরিমাণ নিয়ে বাটলে সেই মশলায় রান্না করলে ঝাঁঝ হবে না আর স্বাদও বাড়বে। অনেকেই আছেন, যাঁদের সর্ষে খেলেই অম্বল হয়। সে ক্ষেত্রে সর্ষের সঙ্গে রান্নায় দই ব্যবহার করুন। দই হজম করতে সাহায্য করে।

মাটির পাত্রে চম্পারণ মটন

নেটমাধ্যমে ভাইরাল সব রেসিপি দেখে মাঝেমধ্যে বাড়িতে তৈরি করেন অনেকেই। ইদানীং নেটমাধ্যমের দৌলতে মাটির পাত্রে পাঁঠার মাংস কিংবা বিরিয়ানি রাঁধার প্রচলন বেশ বেড়েছে। মাটির পাত্রে রান্না করলে খাবারের স্বাদ আলাদা মাত্রা পায়। বিভিন্ন রেস্তরাঁয় এখন মাটির হাড়িতে মাংস, বিরিয়ানি রেঁধে পরিবেশন করা হচ্ছে। সে সব পদের স্বাদও ভোলার নয়। যে সব রান্না হালকা আঁচে করতে হয়, তার জন্য মাটির পাত্রের মতো উপযোগী জিনিস আর দু"টি হয় না। শখ করে রান্নার জন্য মাটির হাঁড়ি কিনে এনেছেন? কিন্তু এই ধরনের পাত্র ব্যবহার করার জন্য জানতে হবে সঠিক কায়দা। মাটির হাঁড়িতে রান্না করার সময়ে কী কী বিষয় মাথায় রাখবেন?

১) মাটির পাত্র ব্যবহারের আগে গরম জল করে অন্তত ৮-১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা জরুরি। জলে ভিজিয়ে রাখলে জল শুষে নেয় হাঁড়ি, তখন ওই পাত্রে রান্না করতে সুবিধা হয়। দশ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পরে হাঁড়িতে জল ভরে নিয়ে গ্যাসে বসান। জল ফুটে গেলে তা ফেলে দিন। রোদে ভাল করে পাত্র শুকিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলেই রান্নার জন্য একেবারে তৈরি মাটির পাত্রটি। ২) মাটির হাঁড়ি জলে ভেজানোর আগে পরিষ্কার করে নেওয়াও জরুরি। খানিকটা শুকনো আটা হাতে নিয়ে ভাল ভাবে তা পাত্রের গায়ে মাখিয়ে নিতে হবে। ভাল ভাবে সেই পাত্র এ বার ঘষলে আলগা মাটি বেরিয়ে আসবে। সরে যাবে ধুলো-বালিও।৩) মাটির পাত্রে রান্নার সময়ে গ্যাসের আঁচ খুব বেশি চড়া হলেই বিপদ। ধীমে আঁচে মাটির হাঁড়িতে রান্না করতে হবে। খালি মাটির হাঁড়ি গ্যাসে চড়াবেন না। এই পাত্রে রান্না করতে হলে কিন্তু অনেক বেশি ধৈর্যের প্রয়োজন। ৪) মাটির পাত্রে রান্না করার সময়ে কাঠের হাতা-খুন্তি ব্যবহার করুন। স্টিলের হাতা ব্যবহার করলে হাঁড়ি ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল।৫) এক বার মাটির পাত্রে রান্না করে নিলে পুনরায় সেই পাত্রে রান্না না করাই ভাল। নতুন রান্নার জন্য নতুন পাত্র ব্যবহার করুন।

সুবিধার জন্য অনেকটা খাবার একসঙ্গে তৈরি করবেন, কিন্তু তা ভাল রাখবেন কী করে?

সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম দেখতে দেখতে প্রচুর "ডিআইওয়াই" ভিডিয়ো চোখে পড়ে। কোথাও দেখানো হয়, কম সময়ে চটজলদি কী কী খাবার তৈরি এবং কী ভাবে তা সারা সপ্তাহের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়। যার বেশির ভাগই বিদেশের। বিদেশে গৃহ সহায়িকা রাখার চল নেই। তাই নিজেদের কাজ নিজেদেরই করতে হয়।

কিন্তু সপ্তাহজুড়ে এতই ব্যস্ততা থাকে যে, প্রতি দিন রান্না করার সময় পান না অনেকেই। ছুটির দিন সারা সপ্তাহের রান্না করে রাখার চল সেখানে। এ দেশেও যে তেমন চল নেই, তা নয়। কিন্তু অনেকটা খাবার একসঙ্গে তৈরি করা এবং রাখার ক্ষেত্রে বিদেশের মূল সুবিধা হল সেখানকার আবহাওয়া। যার ফলে চট করে খাবার নষ্ট হয় না। কিন্তু সেই একই পদ্ধতিতে সারা সপ্তাহের খাবার যদি এই ভ্যাপসা গরম আবহাওয়াতেও করতে হয়, তা হলে তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

১) কত দিন রাখা যাবে, তা দেখে নিন

যে সব খাবার সহজে পচে যায়, সেগুলি রাখার চেষ্টা না করাই ভাল। খুব বেশি ঝোল বা কারি থাকে, এমন খাবার শুকনো করে রাখা যেতে পারে। কম তেল-মশলা যুক্ত খাবার সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, তাই তেমন খাবার বেশি দিন ভাল থাকে না।

২) পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে

রান্না করার সময়ে যেমন সব্জি, মাছ, মাংস ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। তেমন যে পাত্রে রাখবেন তা-ও যেন পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। কারণ পাত্রে কোনও ধুলো-ময়লা থাকলে তা খাবার নষ্ট করে দিতে পারে।

৩) আলাদা আলাদা করে রাখতে হবে

যেটুকু প্রয়োজন, সেই পরিমাণ খাবার বার করে বাকিটা ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। আবার সপ্তাহে ছ"দিনের জন্য আলাদা আলাদা বাক্স করে খাবার ফ্রিজে তুলে রাখতে পারেন।

৪) গরম খাবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনতে হবে

রান্না করা খাবার ফ্রিজে তোলার আগে তা একেবারে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নিয়ে আসতে হবে। তার পর ফ্রিজে তুলতে হবে। গরম খাবার ফ্রিজে তুলতে তা সহজেই ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাসের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়।

৫) ভাত, রুটিকে এই তালিকায় রাখা যাবে না

ডাল, তরকারি, সব্জি বা অন্য যে কোনও পদ বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ফ্রিজে রাখা গেলেও ভাত বা রুটি কিন্তু বেশি দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায় না।

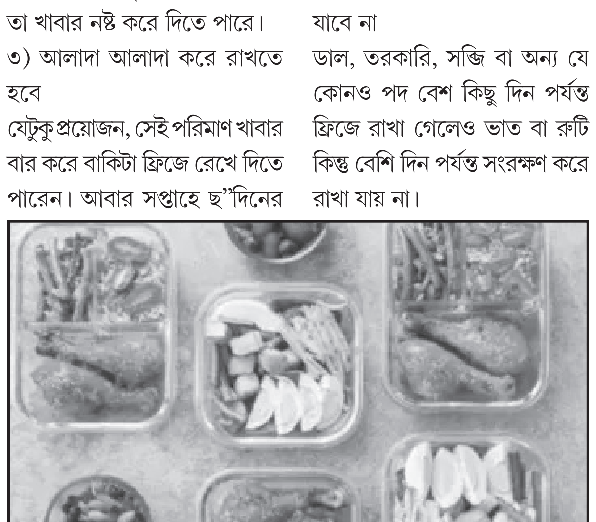

শিক্ষাই দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে : প্রধানমন্ত্রী

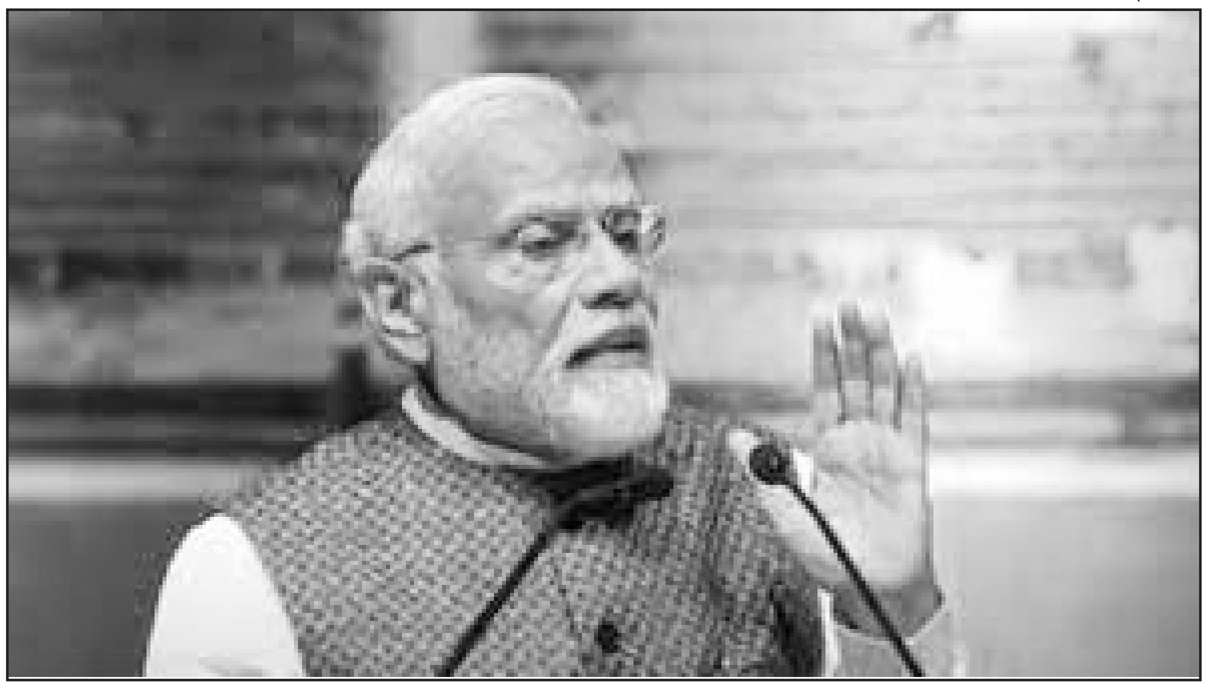

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.): শিক্ষাই দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে, যে লক্ষ্য নিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তা অর্জনে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাতীয় শিক্ষানীতির তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মন্ডপমে সর্বভারতীয় শিক্ষা সমাগমের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষাই দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে, যে লক্ষ্য নিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তা অর্জনে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আপনারাই এই লক্ষ্যের প্রতিনিধি।'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতি ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে ভবিষ্যত প্রযুক্তিতে চিরাচরিত জ্ঞান ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছে...গবেষণা বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য, দেশের শিক্ষাবিদরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন...আমাদের শিক্ষার্থীরা নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন, তাঁরা জানেন ১০ ২ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ৫ ৩ ৩ ৪ আনা হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'কাশীর রুদ্রাক্ষ থেকে আধুনিক ভারতের এই মন্ডপম পর্যন্ত, অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগমের যাত্রায় একটি বার্তা রয়েছে। যা প্রাচীনতা ও আধুনিকতার সঙ্গম। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতের ঐতিহ্য রক্ষা করছে, যখন দেশ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও এগিয়ে যাচ্ছে।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ, কেউ হতাহত হননি

জম্মু, ২৯ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে বিস্ফোরিত হল একটি ল্যান্ডমাইন। শনিবার ভোরে এই ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। যদিও, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। সেনাবাহিনী ও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার ভোর চারটে নাগাদ ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্যেই পুঞ্চ জেলার দেগওয়ার এলাকার তেরওয়ান গ্রামে খোখরি পোস্টের কাছে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ হয়।

বিস্ফোরণের শব্দ শোনা মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সেনাবাহিনী। চারিদিকে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়, কিন্তু তল্লাশিতে সনেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। কে বা কারা ল্যান্ডমাইন রেখে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে সেনাবাহিনী।

দিলীপ-রবীদের সূর্যাস্ত, লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে জাতীয় সংগঠন ঢেলে সাজাল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের বাংলার দিলীপ ঘোষ থেকে কর্ণাটকের সিটি রবি। বিহারের রাধা মোহন সিং থেকে অসমের দিলীপ সাকারিয়া। লোকসভা নির্বাচনের আগে জাতীয় স্তরে বিজেপির বড় পদ থেকে বাদ পড়লেন তারকা নেতা-সাংসদরা। বিজেপির নতুন করে গঠন করা দলের সর্বভারতীয় পদে ১৩ জন সহ-সভাপতি ও ৯ জন সাধারণ সচিবকে নিযুক্ত করা হল।

দলের জাতীয় স্তরের সংগঠন ঢেলে সাজালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বিজেপির ১৩ জন সভাপতি ও ৯ জন সধারণ সচিবের তালিকায় বাংলা থেকে একমাত্র আছেন অনুপম হাজরা। অনুপমকে সর্বভারতীয় সাধারণ সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হল। দিলীপ ঘোষ বাদ পড়ায় সর্বভারতীয় বিজেপিতে সহ সভাপতি পদে আর কোনও বাঙলার নেতারা থাকলেন না।

অরুণ সিং থেকে কৈলাস বিজয়বর্গী, দুষ্মন্ত গৌতম, সুনূল বনসলরা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সচিব পদে থেকে গেলেন। বিএল সন্তোষকে সংগঠনের ইনচার্জ করা হল। সময় নষ্ট না করে এখন থেকেই লোকসভা নির্বাচনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লোকসভার আগে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলঙ্গনা-এই চার রাজ্যের বিধানসভা নিয়ে ছক সাজাচ্ছে বিজেপির নতুন করে ঢেলে সাজানো সংগঠন। ক''''দিন আগেই তেলেঙ্গনার রাজ্য সভাপতি পদ থেকে অপরাসিত হওয়ার পর বান্দি সঞ্জয় কুমারকে দলের সাধারণ সচিব পদে আনা হল। প্রসঙ্গত, তেলেঙ্গনার বিজেপির দায়িত্ব কিছু দিন আগেই দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি-কে।

দিল্লি-জম্মু তাওয়াই রাজধানী এক্সপ্রেসে বোমাতঙ্ক ! তল্লাশিতে মিলল না কিছুই

সোনিপত, ২৯ জুলাই (হি.স.): ভুয়ো ফোনকলের পর বোমাতঙ্ক ছড়াল দিল্লি-জম্মু তাওয়াই রাজধানী এক্সপ্রেসে। শুক্রবার রাতে কেউ একজন ফোন করে বলে দিল্লি-জম্মু তাওয়াই রাজধানী এক্সপ্রেসে বোমা রয়েছে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ট্রেনটি সেই সময় হরিয়ানার সোনিপতে ছিল, সোনিপতে রেল স্টেশনে ট্রেনে তল্লাশি চালানো হয় রাতেই। দীর্ঘ তল্লাশির পরও সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। উত্তর রেলের সিপিআরও দীপক কুমার বলেছেন, শুক্রবার রাত ৯.৩৫ মিনিট নাগাদ সোনিপত স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছয় দিল্লি-জম্মু তাওয়াই রাজধানী এক্সপ্রেস।

বোমাতঙ্কের জেরে স্টেশনে এসে পৌঁছয় আরপিএফ ও জিআরপি, এসে পৌঁছয় দমকল ও অ্যাম্বুলেন্সও। ভোররাত পর্যন্ত ট্রেনে তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া হয়নিম এরপর ভোররাত দু''''টো নাগাদ গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হয় ট্রেনটি।

নতুন সম্ভাবনার নার্সারি হিসেবে ভারতকে দেখছে বিশ্ব : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.): ভারতকে নতুন সম্ভাবনার নার্সারি হিসাবে দেখছে বিশ্ব এবং দেশে আইআইটি ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে বেশ কয়েকটি দেশ। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাতীয় শিক্ষা নীতির (এনইপি) সূচনার তৃতীয় বার্ষিকীতে 'অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগম'-এ উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে শনিবার প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন বৈশ্বিক বিশ্ববিদ্যালয়ও ভারতে নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপনে আগ্রহী।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারতকে নতুন সম্ভাবনার নার্সারি হিসেবে দেখছে বিশ্ব। অনেক দেশ ভারতে আইআইটি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি) ক্যাম্পাস খোলার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। দু''''টি আইআইটি ক্যাম্পাস - একটি তানজানিয়ায় এবং একটি আবু ধাবিতে - ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করতে চলেছে.... বিভিন্ন বৈশ্বিক বিশ্ববিদ্যালয়ও আমাদের কাছে পৌঁছচ্ছে, ভারতে ক্যাম্পাস স্থাপনে নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করছে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন দিল্লির প্রগতি ময়দানে দু''''দিনের অখিল ভারতীয় শিক্ষা সমাগমের উদ্বোধন করেছেন।

এই সমাগমে ১৬টি অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত মানের শিক্ষার সুযোগ পাওয়া, সাম্য ও সমন্বিত শিক্ষা, আর্থ সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়াদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা, জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমতালিকা, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

এই অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ, নীতি নির্ধারক শিল্পজগতের প্রতিনিধি, শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্র ছাত্রীরা নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করবেন। ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের তৃতীয় বর্ষপূর্তির সময় এই কর্মসূচী পালিত হচ্ছে।

হুমায়ুন কবিরকে শোকজ করল তৃণমূল

মুর্শিদাবাদ, ২৯ জুলাই (হি. স.) : ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবিরকে শোকজ করেছে তৃণমূল। শনিবার সকালেই দলের তরফে শোকজের চিঠি গিয়ে পৌঁছেছে তাঁর বাড়িতে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল বিরোধী কাজ করার অভিযোগে তাঁকে শোকজ নোটিস ধরানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

বাড়িতে শোকজ নোটিস পৌঁছানোর কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবিরও। প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানিয়েছেন, 'আমি এখন বহরমপুরে রয়েছি। এক ঘণ্টা আগে আমার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি এসেছে। আমার ছেলে গুলাম নবি আজাদ সেই চিঠি সংগ্রহ করেছে।' বিধায়ক জানাচ্ছেন, দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির সই করা লেটারহেডে শোকজ নোটিস রিসিভ করেছেন তাঁর ছেলে। তবে সেই চিঠিতে কী লেখা রয়েছে, তা এখনও পড়ার সুযোগ পাননি বিধায়ক। বলছেন, 'বহরমপুর থেকে ফিরে আমি নিশ্চয়ই সেটা পড়ব। রাজ্য নেতৃত্ব যা জানতে চেয়েছে, আমি যথাযথ সময়ে সেই শোকজের উত্তর নেতৃত্বকে দেব।'

এদিকে শোকজ নোটিস বাড়িতে পৌঁছানোর পর আরও সুর চড়াচ্ছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক। বলছেন, 'আমি ৪৩ বছর ধরে রাজনীতি করি। ১৮ বছর বয়স থেকে রাজনীতি করছি। যতদিন আমার শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকব। তৃণমূল নেত্রীকে দেখে নতুন করে ২০২০ সালে অনেক তিক্ততা ভুলে আবার আমি তৃণমূলের কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম। বলেছিলাম, আমাকে দল করার সুযোগ দেওয়া হোক। নেতৃত্বও আমাকে দল করার সুযোগ দিয়েছে। নিজের এলাকায় না দিলেও পাশের বিধানসভায় প্রতীক নিয়ে লড়াইয়ের সুযোগ দিয়েছে।'

নিজেকে নাইজারের নতুন নেতা হিসেবে ঘোষণা করলেন অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া চিয়ানি

নিয়ামে, ২৯ জুলাই (হি.স.) : নাইজারে সেনা অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার পর নিজেকে দেশটির নতুন নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছেন আবদোরাহমানে চিয়ানি। নাইজারের প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের প্রধান ওমর চিয়ানি নামেই তিনি বেশি পরিচিত।

গত বুধবার তাঁর নেতৃত্বাধীন গার্ডের ইউনিট দেশটির গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজোমকে বন্দি করে। বাজোম ২০২১ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাজোম এখন সুস্থ রয়েছেন এবং তিনি গার্ডসের হাতে বন্দি বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই অঞ্চলে ইসলামপন্থী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পশ্চিমা দেশগুলো তাকে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিসেবে বিবেচনা করত।

এই অবস্থা নিয়ে ফ্রান্স বলছে, তারা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা কোনও নেতাকে স্বীকৃতি দেয় না। দেশটি শুধুমাত্র বাজোমকেই নাইজারের রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। আফ্রিকান ইউনিয়ন, পশ্চিম আফ্রিকান আঞ্চলিক ব্লক, ইইউ ও রাষ্ট্রসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই অভ্যুত্থানের নিন্দা জানিয়েছে।

তবে, রাশিয়ার ভাড়াটে সেনাদল ওয়াগনারের প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোজিন এই অভ্যুত্থানের প্রশংসা করেছেন এবং এটিকে একটি বিজয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

৬২ বছর বয়সী জেনারেল চিয়ানি ২০১১ সাল থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন। ২০১৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট তাকে জেনারেল পদে পদোন্নতি দেন। ২০১৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জেনারেল চিয়ানি। এই অভিযোগ অস্বীকার করতে তিনি আদালতে হাজির হয়েছিলেন।

টেলিভিশন চ্যানেলে দেওয়া এক ভাষণে জেনারেল চিয়ানি বলেন, নিরাপত্তাহীনতা, অর্থনৈতিক দুর্দশা ও দুর্নীতিসহ নাইজারের বিভিন্ন সমস্যার কারণে জান্তা দায়িত্ব নিয়েছে। নাইজারের বৈশ্বিক মিত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন, জান্তা সব আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের পাশাপাশি মানবাধিকারকে সম্মান করবে।

ক্ষমতাচ্যুত সরকারের যারা বিদেশি দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে জান্তা।

জান্তা বলছে যে, এই ধরনের যেকোনো প্রচেষ্টা রক্তপাতের দিকে ধাবিত করবে, যা এখন পর্যন্ত এড়ানো হয়েছে।

নাইজারের রাজধানীতে বাজার ও দোকানপাট খোলার সঙ্গে জীবনযাত্রা অনেকাংশে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। তবে সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে ফিরে যেতে বলা হয়েছে।

অভ্যুত্থান নিয়ে নাইজারের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

কেউ কেউ বলছেন, দেশে নিরাপত্তাহীনতা এতটা তীব্র ছিল না যে, একটি অভ্যুত্থানকে সমর্থন করা যায়। আবার অনেকে জান্তাকে সমর্থন করেছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

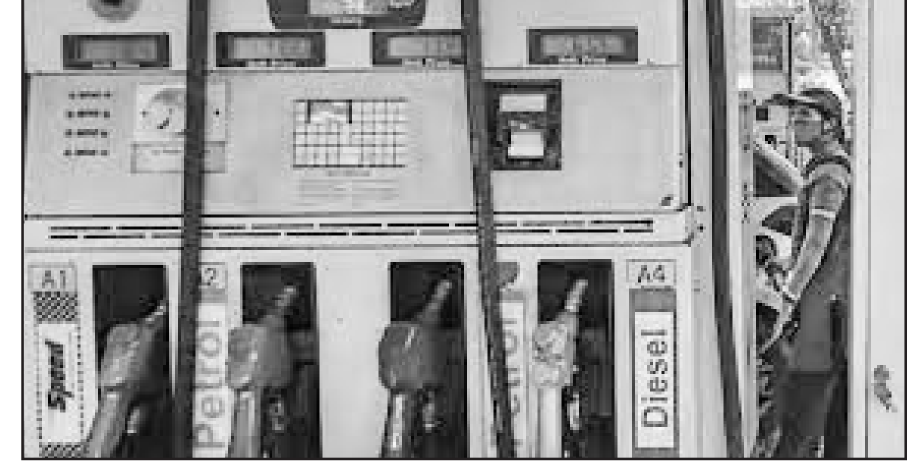

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে ওঠা নামা লেগেই আছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮১ ডলারের কাছাকাছি। এদিকে, শনিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামেও কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

মণিপুর ইস্যু নিয়ে অযথা রাজনীতি করছে বিরোধীরা, এমনটা কাম্য নয় : অর্জুন রাম মেঘওয়াল

চন্ডীগড়, ২৯ জুলাই (হি.স.): মণিপুর ইস্যু নিয়ে অযথা রাজনীতি করছেন বিরোধীরা, এমনটা মোটেও কাম্য নয়। এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা র্যুন রাম মেঘওয়াল। শনিবার চন্ডীগড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, 'আমরা সংসদে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও বলেছেন যে আমরা এই (মণিপুর) ইস্যুতে আলোচনা করতে চাই, কিন্তু তাঁরা (বিরোধীরা) বিষয়টিকে নিয়ে রাজনৈতিক করার চেষ্টা করছে। এমনটা করা উচিত নয়।'প্রসঙ্গত, মণিপুর ইস্যুতে সংসদের বাদল অধিবেশন বিগত কয়েকদিন ধরে উত্তাল হয়েছে। বিরোধীদের স্লোগান ও হইহট্টগোলে বারবার মুলতুবি হচ্ছে সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন। বিরোধীরা এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি দাবি করছেন। এই পরিস্থিতি শনিবারই মণিপুরে গিয়েছেন বিরোধীদের "ইন্ডিয়া" জোটের একটি প্রতিনিধি দল।এদিক, শনিবার চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত "পরিবেশ আইন এবং সাংবিধানিক অধিকার" বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সুরক্ষা এবং জলবায়ু ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমাদের সকলের একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

নাগরাকাটায় সাইলি চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় জখম শ্রমিক

নাগরাকাটা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার নয়া সাইলি চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় জখম শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে।

জানা গেছে, এদিন সকালে চা বাগানে কাজ করছিলেন ওমপ্রকাশ মিঞ্জ নামে বছর পঁয়ত্রিশের এক যুবক। এদিন তাঁকে দেওয়া হয়েছিল বাগানের ১০ নম্বর সেকশনে বর্ষায় বেড়ে ওঠা আগাছা ছাটাই এর কাজ। আপন মনেই আরও কয়েকজন সঙ্গী সাথীর সঙ্গে নিজের দ্বায়িত্বে ব্যস্ত ছিলেন ওমপ্রকাশ। সেইসময় চা গাছের ঝোপে ঘাঁটি গেড়ে থাকা একটি চিতাবাঘ ঝাপিয়ে পড়ে তাঁর ওপরে। টাল সামলে মাটিতে পড়ে যান ওই শ্রমিক। প্রথম হামলার পর বুনোটিও তখন দ্বিতীয় হামলায় উদ্যত। ওমপ্রকাশের হাতে ছিল আগাছা ছাটাই এর কলম ছুরি। মাটিতে লুটিয়ে পড়া অবস্থাতেই সেটাকেই শুন্যে চালানো শুরু করেন তিনি। এতেই পাল্টা ভয় পেয়ে চম্পট দেয় হিংস্র জন্তুটি। কয়েক নিমেষের এই মানুষ-চিতাবাঘের লড়াইয়ের স্বাক্ষী থাকলেন সেখানে উপস্থিত অন্য শ্রমিকরা। উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বড় হামলার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ওই যুবক এখন সুলকাপাড়া গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বন দফতরের খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল দে বলেন, আহতর চিকিৎসার যাবতীয় দ্বায়িত্ব আমরাই বহন করছি। সুলকাপাড়া গ্রামীন হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: কৃষ্ণেন্দু সরকার বলেন, ওই ব্যক্তির ঘাড়, ডান হাত ও ডান গালে চিতাবাঘটি আঁচড় দিয়েছে। ভয়ের কোন কারন নেই। যথাযথ চিকিৎসা করা হয়েছে।

বিজনোরে দেওয়াল ধসে মৃত্যু শিশুর

বিজনোর, ২৯ জুলাই (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের আফজালগড়ে নয় বছর বয়সী একটি মেয়ে শিশুর উপর ওপর দেওয়াল ধসে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে।

আফজালগড়ের মহল্লা বাচা বাগে বসবাসকারী নাফিসের নয় বছরের মেয়ে আফিয়া শনিবার বাড়ির ছাদে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল। সেই সময় হঠাৎ একটি দেওয়াল পড়ে মেয়েটি ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে। অন্য শিশুদের চিৎকার শুনে পরিবারের লোকজন মেয়েটিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

করণদিঘিতে মাছ ধরার জালে পুকুর থেকে উঠল ব্যালট বাক্স

করণদিঘি, ২৯ জুলাই (হি.স.) : ভোটের আড়াই সপ্তাহ পর উত্তর দিনাজপুরে মাছ ধরার জালে মিলল ব্যালট বাক্স।জেলার করণদিঘি ব্লক এলাকার বাজারগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলুয়া বুথে এক পুকুর থেকে ওই ব্যালট বাক্স পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিষয়টি করণদিঘির বিডিও নীতিশ তামাং-এর কানেও গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া ওই বালট বাক্সটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানাচ্ছেন বিডিও।

করণদিঘি ব্লকের বেলুয়া গ্রামের ২৫ নম্বর বুথের ঘটনা। ভোটের দিন সেখানের গণ্ডগোল হয়েছিল। ওই দিন সেখানে ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়। এমনটাই জানিয়েছেন করণদিঘির বিডিও। তিনি জানান, ভোটের দিন ব্যালট বক্স ছিনতাইয়ের একটা ঘটনা তিনি প্রিজাইডিং অফিসারের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। সেই ব্যালট বাক্স কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরের দিন সেখানে পুনরায় ভোট হয়। তার পরেই বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। এরপর গতকাল মাছ ধরার জালে ওই ব্যালট বাক্স উদ্ধারের পর সোশাল মিডিয়ায় বিষয়টি ভাইরাল হয়। তাতে নড়েচড়ে বসে পুলিশ। বিডিও-র নির্দেশে ডালখোলা থানার পুলিশ ব্যালট বাক্সটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, এই ২৫ নম্বর বুথ-সহ গোটা করণদিঘি ব্লকের ৫ জায়গায় পুনরায় ভোট হয়েছিল।

প্রিগোজিনকে দেখা গেল রাশিয়ায়

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ২৯ জুলাই (হি.স.) : রুশ ভাড়াটে সেনাদল ওয়াগনারের প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোজিনকে রাশিয়ায় দেখা গেছে। সেন্ট পিটার্সবার্গে আফ্রিকা-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের সময় তোলা একটি ছবিতে তাকে দেখা যায়। ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ছবিতে দেখা যায়, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের (সিএআর) রাষ্ট্রদূত ফ্রেডি মাপুকার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন প্রিগোজিন।

মমতা দিদি এটাই কি আপনার ধর্মনিরপেক্ষতা, মহরমের জন্য মন্দির ঢেকে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন বিজেপির

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : মহরমের তাজিয়া মিছিলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ মালদা জেলার একটি দুর্গা মন্দিরকে চারদিক থেকে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। অভিযোগ, যাতে করে হিন্দু সম্প্রদায় এই মন্দিরে পুজো দিতে না পারে। এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপির প্রশ্ন, এটাই কি আপনার ধর্মনিরপেক্ষতা?

বিজেপি বিধায়ক তথা বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী টুইটারে মন্দিরের একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'মালদা জেলার কালিয়াচক থেকে এই মর্মান্তিক দৃশ্যটি উঠে এসেছে। মহরমের প্রাক্কালে এখানে একটি দুর্গা মন্দির পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে ওই এলাকার কোনও মহরম আয়োজক কমিটি এমন কিছু দাবি করবেন না, যা সনাতনী ধর্মে আঘাত করবে। এটি সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 'অতি সক্রিয়তা'।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' 'ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির' সমার্থক। এই কারণেই তার প্রশাসন ধর্মীয় উৎসবের সময় 'হাই পাব অ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার'-এ ভোগে এবং তিনি সাধারণত এমন কিছু করে যা সনাতনীদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক লাভের জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছেন। তিনি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। আমি মুখ্য সচিবকে এই বিষয়ে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে এবং দুর্গা মন্দিরের প্রবেশদ্বার থেকে ব্যারিকেড অপসারণের অনুরোধ করতে চাই।'

ভারতীয় জনতা পার্টির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য টুইটারে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মহরমের প্রাক্কালে কালিয়াচকের দুর্গা মন্দিরের প্রবেশপথ আটকে দিয়েছেন। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মনিরপেক্ষতার ব্র্যান্ড। যা হিন্দুদের লাঞ্ছিত এবং অপমানিত তার প্রশাসনের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে। এতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তাদের অদক্ষতাও প্রমাণিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক সংহতিকে নষ্ট করে দেয়। তাদের রাজনীতি এটির উপরই বিকশিত হয়।

এআইডিএসও যথাযোগ্য মর্যাদায় আগরতলায় পালন করেছে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরে প্রয়াণ দিবস। ছবি নিজস্ব।

কলমচৌড়ার নির্যাতিতা গৃহবধূর মামলা নিলেও অভিযুক্ত স্বামীকে ধরছে না পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৯ জুলাই।। একমাস ছয় দিনে পার হয়ে গেল এরপরেও কলম চৌড়া থানার পুলিশ স্ত্রীর মামলা প্রাপ্ত আসামি স্বামীকে ধরতে ব্যর্থ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ থেকে এক মাস পাঁচ দিন আগে বক্সনগর পুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ফজলু মিয়ার ছেলে কামাল হোসেন মেলাঘর থানা দিন মোহনভোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাবুল মিয়ার মেয়ে কামাল হোসেনের স্ত্রী মিলন বিবির উপর প্রচন্ড মারধর করে। কামাল হোসেনের মারে স্ত্রী মিলন বিবি আহত হয়ে মেলাঘর ও জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে মিলন বিবি তার স্বামী কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে কলম চোরা থানা লিখিতভাবে অভিযোগ করে আজ থেকে একমাস পাঁচ দিন আগে। কিন্তু কলম চূড়ার থানার পুলিশ আসামি কামাল হোসেনকে ধরার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। এই বিষয়ে স্বামীর মারে আহত হওয়া স্ত্রী মিলন বিবি ও তার পরিবারের সদস্যরা কলমচুরা থানা দু তিনবার গেলেও পুলিশ তাদের কি শুধু আশ্বাস দিয়েছে তারা নাকি কামাল হোসেনকে খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ আসামি কামাল হোসেন তার নিজ এলাকা বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করছে। কলমচুরা থানার পুলিশের এই সমস্ত কান্ড কীর্তি দেখে আহত মিলন বিবি তার পরিবারের সদস্যরা এবং সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশের লোকেরা সন্দেহ প্রকাশ করছে এর পেছনে কোন না কোন রহস্য রয়েছে। আর সেটা হলো আসামি কামাল হোসেন কলমচৌড়া থানাকে মোটা অংকের টাকা দিয়ে মুখ মেরেছেন। আর না হলে কলমচুরা থানার পুলিশ কেন আসামি কামাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করছে না। এদিকে আসামি কামাল হোসেন দুই তিনটি ভুয়া মোবাইল নাম্বার দিয়ে যার নাম্ভার গুলি হল ৯৪৩৬৭৮০৩৫৪, ৬০০৯৯২৩৯৮১, ৯২৩৩৫০৬৪৮৮, প্রতিনিয়ত কামাল হোসেন, মিলন বিবি কে, হুমকি-ধমকি বিভিন্ন ধরনের গালিগালাজ করছে। এখানে শেষ নয়, আসামি কামাল হোসেন তার শ্বশুরবাড়িতে ফোন করে মিলন বিবি, ও তার ননদকে বিভিন্ন ধরনের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কথা বলে। আসামি কামাল হোসেন তাদেরকে বলে, কি হলো আমার বিরুদ্ধে মামলা করে, পুলিশ আমায় কিছু করবে না, পুলিশ হল আমার হাতের ময়লা। সুতরাং কলমচৌড়া থানার পুলিশ ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এখন মিলন বিবি ও তার পরিবারের সদস্যরা দাবি করেন যদি আগামী দু"একদিনের মধ্যে আসামি কামাল হোসেনকে যদি কলম চৌড়ার থানার পুলিশ গ্রেফতার না করে তাহলে তারা কোর্টে মামলা করার জন্য প্রস্তুতি নেবে।

নয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত তাসাকে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.) : ব্যাপক সাংগঠনিক রদবদল ঘটিয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। অসমের মঙ্গলদৈয়ের সাংসদ দিলীপ শইকিয়াকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে অসম থেকে রাজ্যসভার সদস্য (সাংসদ) কামাখ্যাপ্রসাদ তাসাকে জাতীয় সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।এছাড়া আজ শনিবার দলের সর্বভারতীয় মহাসচিব অরুণ সিংহ এ সম্পর্কে এক তালিকা প্রকাশ করে জানান, তেলেঙ্গানা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বন্দি সঞ্জয় ও সাংসদ (রাজ্যসভা) রাধামোহন আগরওয়ালাকে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং দলের অন্য সর্বভারতীয় উপ-সভাপতি পদের মধ্যে নাগাল্যান্ডের এম চওবা আওকে নিয়োগ করেছেন জগতপ্রকা।এদিকে কামাখ্যপ্রসাদ তাসাকে দলের জাতীয় সম্পাদক এবং বিজেপির সমস্ত নব-নিযুক্ত পদাধিকারীদেরকে টুইটারের মাধ্যমে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তাঁকে সাংগঠনিক পদ থেকে অব্যাহতি প্রসঙ্গে অসমের মঙ্গলদৈয়ের সাংসদ দিলীপ শইকিয়া সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, ২০২৪-এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব তাঁকে সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে সরিয়ে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছেন।

অন্যদিকে তাঁর প্রতি আস্থা রেখে দলের এত বড় দায়িত্ব দেওয়ায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ অন্য সংশ্লিষ্ট সকল শীর্ষ পদাধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নব-নিযুক্ত জাতীয় সম্পাদক কামাখ্যাপ্রসাদ তাসা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

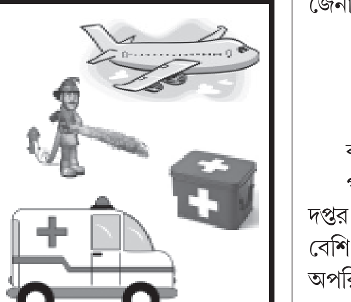

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সুখবর, বক্সা প্রকল্পে বাঘের অস্তিত্ব মানল কেন্দ্র

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুলাই (হি. স.) : বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য সুখবর। বক্সাতে বাঘের অস্তিত্ব স্বীকার করল ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি। আজ বিশ্ব বাঘ দিবসে উত্তরাখন্ডের করবেট ন্যাশনাল পার্কে কেন্দ্রীয়ভাবে গোটা দেশের বাঘ সুমারির রিপোর্ট প্রকাশ করে তারা। সেই রিপোর্টেই বক্সাতে বাঘের অস্তিত্ব স্বীকার করল কেন্দ্র।রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, বক্সা অভয়ারণ্যতে একটি বাঘ রয়েছে। উত্তরবঙ্গে মোট দু'টো বাঘের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে বক্সাতে একটা বাঘ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে বাঘ সুমারির রিপোর্ট।উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে বাঘ সুমারিতে বক্সাতে কোনও বাঘের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

ড্রাগস চোরাচালান

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ ৭৮ হাজার ৯১৯টি এবং হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২৭.৬১৩ কেজি। মানব পাচার রোধেও সরকার সতর্কতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সালের জন মাস পর্যন্ত মানব পাচার সংক্রান্ত ৪টি মামলা নথিবদ্ধ হয়েছে ও তা তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ড্রাগস পাচার, ড্রাগসের অপব্যবহার ও মানব পাচার প্রতিরোধে বিচার বিভাগেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এনডিপিএস আইনের অধীনে মামলা নথিভুক্ত ও তদন্ত করা হলেও জামিনের বিষয়ে কঠোর দৃষ্টি ভঙ্গী না নেওয়া হলে এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার বৃদ্ধি না পেলে আমরা এই সমস্যাটিকে মূল থেকে নির্মূল করতে সক্ষম হবনা। এক্ষেত্রে অবশ্যই এই আইনের সাথে জড়িত প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি মাথায় রেখে পুলিশকে এই জাতীয় মামলাগুলি যথাযথভাবে তদন্ত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এই আলোচনাচক্র ড্রাগস পাচার, মানব পাচার, সন্ত্রাসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে দিশা দেখাবে। অনুষ্ঠানে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস বলেন, ক্রস বর্ডার সংগঠিত বিভিন্ন অপরাধ যেমন, আন্তর্জাতিক ড্রাগস পাচার ব্যবসা, মানব পাচার, সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের আলোচনাচক্র ইতিবাচক পথ দেখাবে। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় সবগুলো জেলা আন্তর্জাতিক সীমানা দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার ফলে এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলিকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

আলোচনাচক্রে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোল, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং ও বিচারপতি অরিন্দম লোধ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে.কে সিনহা, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি টি অমর নাথ গৌড়, অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে প্রমুখ।

ডেঙ্গু পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

কারণ ওই সমস্ত এলাকায় প্রতিটি বাড়িতেই রক্ত পরীক্ষা হচ্ছে।

পরীক্ষার সংখ্যা যত বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা তত বাড়ছে। এদিকে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে পাহাড়ি এলাকাতে জল বাহিত রোগের পাদর্ভাব বেশি ছড়াচ্ছে। চিকিৎসক এর বক্তব্য তাপ ও প্রবাহের জেরেই এবং অপরিচিত জল ব্যবহারের কারণেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি পাহাড়ি জনপদগুলিতে। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তর ইতিমধ্যেই যাবতীয় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। একদিকে ম্যালেরিয়া অন্যদিকে ডায়রিয়া প্রাদুর ভাব যেভাবে ছড়াচ্ছে তাতে সাধারণ জনগণের না বিশ্বাস উঠে গেছে। ধোলাই জেলার দুটি মহাকুমা গন্ডাছড়া এবং লংতরাইতে এ রোগের শিকার সবচেয়ে বেশি।

আজ ধনপুর এলাকায় ডেঙ্গুতে নুতন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরো ৪ জন। এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৭ জন। মোট ১৬ জনের এন্টিজেন টেস্টে করা হয়েছিল আজ। তাদের মধ্যে ৪ জনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এই সেম্পল গুলিকে এলাইজা টেস্ট-এর জন্য পাঠানো হবে এ.জি.এম.সিতে। এমনটাই জানিয়েছেন সোনামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্তর অরিজিৎ সিনহা। তাছাড়া রবিবার সকাল থেকে শ্রীমন্তপুর চেক পোস্টে শুরু হবে ডেঙ্গুর এন্টিজেন টেস্ট। এই সীমান্ত বন্দরটি হয়ে বাংলাদেশ থেকে আসা যাত্রীদের এই টেস্ট করানো হবে।

সাংসদ

● প্রথম পাতার পর

করতে এসেছি।'

প্রতিনিধিদলের আরেক বিশিষ্ট সদস্য লোকসভায় বিরোধী দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে সমীক্ষা এবং আলোচনা করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, মণিপুরে গত প্রায় ৮৬ দিন ধরে যে জাতিসংঘর্ষ চলছে তার অবসান চায় 'ইন্ডিয়া'। মণিপুরের ওপর প্রধানমন্ত্রী মোদীর কী বক্তব্য তা শুনতে চান তাঁরা। মণিপুর সম্পর্কে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতেই হবে। তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন, প্রশ্ন তুলেন অধীর।

অধীর চৌধুরী বলেন, 'মণিপুরের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। আমাদের বেশ কয়েকটি দাবি রয়েছে। রাজ্যপালের কাছে সেগুলি পেশ করব আমরা। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ সর্ভে করতে চাই। এর আগে বাস্তবতা বোঝার জন্য গভীরভাবে আলোচনা করব আমরা,' বলেন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা।

তৃণমূল সাংসদ (রাজ্যসভা) সুস্মিতা দেব মণিপুরে বিবদমান উভয় সম্প্রদায়ের বক্তব্য শোনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি রাজ্য সরকারকে তাঁদের অবস্থানকালে সফররত সংসদ সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

বিশালগড়ে

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন না। বিশালগড় থানার পুলিশ ছুটে গিয়েছে। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে গোটা এলাকার জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ রাত্রকালীন পুলিশই টহল না থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়েই চোরের দল এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠেছে।

মধ্য কাশ্মীরে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ও মসজিদ, উপত্যকায় আরও বর্ষণের পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ২৯ জুলাই (হি.স.): বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গোটা জম্মু ও কাশ্মীর। শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকটি বাড়ি, এছাড়াও একটি মসজিদও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গান্ডেরবাল জেলার প্রেং-এর গুজর পাটি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে কয়েকটি বাড়ি এবং একটি মসজিদের আংশিক ক্ষতি হয়েছে। এসডিএম কাংগান জাভিদ আহমেদ রাথার, তহসিলদার (কাঙ্গন) হারুন রশিদ, এসএইচও কাঙ্গন জহুর আহমেদ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এবং পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন।এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। শনিবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের নানা জায়গায়। শনিবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টায় শ্রীনগরে ১১.৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, গুলমার্গে ৭.২ মিলিমিটার ও জম্মুতে ৩৩.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলাও দাপট বাড়ছে ডেঙ্গির লার্ভার খোঁজে নামল পৌরসভা

বাঁকুড়া, ২৯ জুলাই (হি. স.) : লাগাতার বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। অন্যান্য জেলার মতো বাঁকুড়ার অবস্থাও ভাল নয়। ডেঙ্গির কার্যত আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে বাঁকুড়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ড। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবার লার্ভার খোঁজে নামল বাঁকুড়া পুরসভা।এ দিন, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কেঠারডাঙা এলাকায় পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মী, সাফাই কর্মী, কীটনাশক স্প্রে করার কাজে যুক্ত কর্মী সহ পৌরসভার সমস্ত দফতরের আধিকারিকরা একযোগে অভিযান চালায়। শহরের অন্যতম ঘিঞ্জি এই বস্তির বিভিন্ন জায়গায় নর্দমা ও খানা খন্দে জমে থাকা জলে জন্ম নেওয়া মশার লার্ভার নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। এলাকার প্রতিটি বাড়ি ঘুরে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমীক্ষা চালিয়ে জ্বরের রোগী রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া হয়।বাঁকুড়া পুরসভায় গতবছর ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে মহামারীর আকার নিয়েছিল ডেঙ্গি। আক্রান্ত ছুঁয়েছিল প্রায় ৩০০। এবার আগেভাগে বাঁকুড়া পুরসভা ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে নামলেও শেষ পর্যন্ত ওই এলাকায় ডেঙ্গি ঠেকাতে পারেনি পৌরসভা তেমনটাই মত সকলের। ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় তিন জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে পৌরসভা।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা তেমন মজবুত নয়। তাছাড়া এলাকায় যে নিকাশি নালা রয়েছে তা যথাযথ ভাবে সাফাই করে না বাঁকুড়া পৌরসভার কর্মীরা। এর ফলে বর্ষার জল খানা, খন্দ ও নর্দমায় জমে রয়েছে। সেখানেই দ্রুত হারে বাড়ছে মশার লার্ভা। এলাকায় ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে আজ থেকে বাঁকুড়া পুরসভা অল আউট অভিযান শুরু করে।পৌরসভার তরফে এলাকায় নিকাশির সমস্যা কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পৌরসভার দাবি, খুব শিঘ্রই এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি এলাকার মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডেঙ্গি মোকাবিলা করার ব্যাপারে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পুনর্বাসন না দিয়ে দুর্গাপুরে সেইলের জমিতে উচ্ছেদ করলে বুলডোজারের সামনে আমি দাঁড়াবো, হুঁশিয়ারি আলুওহালিয়ার

দুর্গাপুর, ২৯ জুলাই(হি. স.) : "আধুনিকিকরন বাতাসে হয় না, মাটিতে হয়। আর ওই মাটিতে যারা আছে তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে। পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা হলে, বুলডোজারের সামনে আমি দাঁড়াবো।" শনিবার ডিএসপির জবরদখল উচ্ছেদ প্রসঙ্গে দুর্গাপুরে নিজের বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এভাবেই সরব হলেন বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওহালিয়া। একই সঙ্গে তিনি দুর্গাপুরের অতীত গরিমা ফেরাতে ধরনায় যেতে প্রস্তুত বলে জানান তিনি।সঙ্গত, গত কয়েকমাস ধরে রাষ্ট্রায়ত্ত সেইলের জমিতে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ নিয়ে বিক্ষোভ উত্তাল শিল্পশহর দুর্গাপুর। রাষ্ট্রায়ত্তর সংস্থা সেইলর অধীনস্থ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা এবং মিশ্র ইস্পাত কারখানার জমির দখল করে বসবাসকারী মানুষদের উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে উচ্ছেদের নোটিশ সেইল দিতেই পুনর্বাসনের দাবিতে সরব দুর্গাপুরের ৩২ এবং ৩৩ নং ওয়ার্ডের বস্তিবাসীরা। দফায় দফায় বিক্ষোভ উত্তাল শিল্পশহর। এর আগে বেশ কিছু এলাকায় জবরদখল করে বাড়ি নির্মাণ ভেঙে দিয়েছে ডিএসপি কর্তৃপক্ষ। উচ্ছেদ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এবার এক সাংবাদিক বৈঠকে দুর্গাপুরের ৩২ ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেইল এর জমিতে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ালেন বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওহালিয়া।এদিন তিনি বলেন,' নির্বাচনের আগে প্রতিদ্বন্দী ছিলাম। ফলাফলে জয়ের পর প্রতিনিধি হয়েছি। সবার প্রতিনিধি। তাই শহরের সব শ্রমিক সংগঠন ডিএসপির আধুনিকিকণের দাবী জানিয়েছে। আধুনিকিকরণ বাতাসে হয় না। মাটিতে হয়। সেইলের ১২ হাজার একর জমির মধ্যে ৫০ শতাংশ অব্যাবহৃত অবস্থায় পড়ে। সেখানে অনুসারী শিল্প করা যেতে পারে। ওই অব্যাবহৃত জমিতে বহুকাল ধরে প্রচুর মানুষ বসবাস করছে। তাই মাটিতে থাকা মানুষদের পুনরবাসন প্রকল্প করতে হবে।' তিনি আরও বলেন,' পুনর্বাসন না দিয়ে, তাদের স্থায়ী ঠিকানা না দিয়ে উচ্ছেদ করা যাবে না। পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা হলে বুলডোজারের সামনে আগে আমি দাঁড়াবো।' বিজেপি সাংসদ সুরেন্দ্রর সিং আলুওহালিয়া আরও বলেন,' ৬০ দশকে দুর্গাপুরে একের পর এক শিল্প গড়ে ওঠে। এখানে কুইন এলিজাবেথ এসেছিলেন। জওহরলাল নেহেরু, সৌরিন সিং এসেছিলেন। সেই সময় দুর্গাপুরে স্বর্ণযুগ। অতীত গরিমা রয়েছে। দুর্গাপুরের গরিমা ফেরাতে আর্কাইভ মিউজিয়াম করার প্রস্তাব দিয়েছি। আর ওই স্বর্ণযুগ ফেরাতে যেখানে যেতে হয় যাব। সমস্ত মানুষকে নিয়ে ধরনা করতে হলে, করব।'

ফিফা মহিলা বিশ্বকাপ: ফ্রান্সের কাছে হারল ব্রাজিল

নিউজিল্যান্ড, ২৯ জুলাই(হি.স.): বিশ্বকাপে শুরুটা দুর্দান্তই ছিল ব্রাজিলের। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে তারা পানামাকে উড়িয়ে দিয়েছিল ৪ গোলে। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রাজিলের মেয়েরা ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি।

শনিবার (২৯ জুলাই) গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে ফ্রান্সের কাছে ব্রাজিল হেরেছে ২-১ গোলে। ফরাসিদের হয়ে গোল দুটি করেন ইউজিনি লা সোমের ও ওয়েন্দি রেনার্ড। ব্রাজিলের হয়ে একটি গোল শোধ করেন দেভোরা দি ওলিভেইরা। আজ এই ম্যাচে জয় পেলে রাউন্ড অব সিক্সটিন নিশ্চিত হয়ে যেত ব্রাজিলের। এখন তাদের শেষ ১৬তে যেতে হলে অপেক্ষা করতে হবে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত। শেষ ম্যাচে জ্যামাইকা প্রতিপক্ষ।

আর এই জয়ে ব্রাজিলকে টপকে 'এফ' গ্রুপের শীর্ষে উঠে এসেছে ফ্রান্স। ২ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৪। সমান ম্যাচে সেলেসাওরা ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে।আজকের মহিলা বিশ্বকাপের সুইডেন ইতালির সমীকরণটি পরিষ্কার। মহিলা বিশ্বকাপের গ্রুপপর্ব টপকে পরের রাউন্ডে উঠতে দরকার ছিল জয়। সে হিসেব মতো সুইডেনের মেয়েরা জয় পেয়েছে। আজ ইতালিকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে নকআউট পর্বে জায়গা করে নিল সুইডেন।উল্লেখ্য প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে এক গোলে গোলে হারিয়েছিল ইতালি। আজ (শনিবার) দুপুরে নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে ইতালিকে কোন সুযোগ না দিয়ে একতরফা খেলে সুইডেন বড় জয় পেল এবং লীগ তালিকায় প্রথম স্থানে পৌঁছে গেল।প্রথম ম্যাচে সুইডেন ২-১ গোলে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে তারা।

ডোমকলে কংগ্রেস কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে উত্তেজনা

মুর্শিদাবাদ, ২৯ জুলাই (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের ডোমকলে এক মহিলা কংগ্রেস কর্মীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজনের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ৬৫ বছর বয়সী খাতুন বেওয়া। অভিযোগ, এরপরই তাঁকে মারধর করা হয়। শনিবার ডোমকল থানার ১০ নম্বর ঘোড়ামারা অঞ্চলের হারুরপাড়া এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, খাতুন বেওয়া দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী। অভিযোগ, শনিবার তৃণমূলের কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে ঝামেলা বাধে তাঁর। এরপর হাতাহাতি হয়। খাতুন বেওয়াকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় খাতুনকে। তবে সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপরই তাঁকে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় খাতুন বেওয়ার। যদিও এই ঘটনায় এখনও কোনও তৃণমূল নেতার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

AFFIDAVIT

I **SMT. PUJA SAHA,** Wo. Sri Rajib Malla, D/o. Sri Mihir Kanti Saha, resident of- Ramthakur Para, P.O. & P.S- Belonia, Dist- South Tripura, Pin- 799155, at present residing at-East Pilak, P.O.- Debdaru, P.S.- Baikhora, Dist-South Tripura, Pin- 799141, aged about -35 Years, by religion Hindu, by profession - Housewife, a citizen of India, do hereby solemnly declare and affirm as follows:-

That, my actual and correct name and surname is **PUJA SAHA.**

That, in some relevant documents/papers/ certificate including in my Aadhaar Card & PRTC my name and surname has been recorded as **PUJA SAHA.**

That, in my Unit Trust of India Certificate No. 219142200825, my name and surname has been recorded as **PINKI SAHA** instead of **PUJA SAHA.**

That, **PUJA SAHA** & **PINKI SAHA**, W/o. Sri Rajib Malla, D/o. Sri Mihir Kanti Saha is identical one and same female person i.e. myself.

That, I made this affidavit for avoid any kind of dispute and controversy regarding my name and surname in future.

These are true to my knowledge.

The statements as made above are true to the best of my knowledge and belief and in acknowledgment whereof, I swear and put my signature on this affidavit before the Notary Public at Agartala, West Tripura today on 28 day of July, 2023 A.D.

Sd/-
PUJA SAHA

াঙ্গন

বি-ডিভিশন ফুটবল : নবোদয়কে হারিয়ে ফের জয়ে ফিরলো ভারতরত্ন সংঘ

ভারতরত্ন সংঘ: ৫ নবোদয় সংঘ: ২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ফের জয় পেলো ভারতরত্ন সংঘ। দুর্বল প্রতিপক্ষ নবোদয় সংঘকে হারিয়ে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে। চ্যাম্পিয়ন, রানার্সের হিসেব-নিকেশ অনেকটাই চুকে গেছে। তবুও লীগের খেলায় জয়ের আনন্দটাই আলাদা। ভারতরত্ন সংঘ শেষ ম্যাচে খেলবে কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে। তবে এ পর্যন্ত ৬ ম্যাচে দুটি করে জয়, ড্র এবং হারের মধ্য দিয়ে ভারতরত্ন সংঘ এবছর মিশ্র ফল করেছে বলা চলে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ, শনিবার বিকেলে দিনের একমাত্র খেলায় ভারতরত্ন সংঘ ৫-২ গোলের ব্যবধানে নবোদয় সংঘকে পরাজিত করেছে। খেলার প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল। শুরুতে ১৪ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল চুক্তার জমাতিয়া পা থেকে। ৬ মিনিট বাদে, ১১ মিনিটের ব্যবধানে জয় কিষান দেববর্মা পরপর দুটো গোল করলে ব্যবধান ৩-০ হয়। তবে প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে নবোদয় সংঘের পল্টু চৌধুরী একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায়ও ভারতরত্ন সংঘ অনেকটা প্রাধান্য বিস্তার করে খেলে। তবে খেলার ৬৩ মিনিটের মাথায় নবোদয় সংঘের রাজমনি দেববর্মা একটি গোল করে ব্যবধান দুই -তিনে কমিয়ে আনার পর খেলার চেহারায় অনেকটা পরিবর্তন আসে। দু”দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মাত্রা অনেকাংশে বেড়ে যায়। কিন্তু ম্যাচের লাগাম পুরোপুরি ভারতরত্ন সংঘের অধীনেই থাকে। খেলার ৭৮ মিনিটের মাথায় কেলবিন ডারলং এবং ৮৬ মিনিটের মাথায় হারভয় ডার্লং পর পর দুটো গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ৫-২ হয়। পরবর্তী সময়েও নবোদয়ের আক্রমণ ভাগের ছেলেরা গোল করার প্রয়াস জারি রাখলেও কার্যত সফল হয়নি। খেলার দুই অর্ধে দুদলের চারজনকে ভারতরত্নের চুকতার, নবোদয়ের তরুণ, পল্টু ও অতনুকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন সজল চন্দ্র গোপ, সত্যজিৎ দেবরায়, লিটন সাহা ও অরিন্দম মজুমদার। দিনের খেলা: পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

প্রাক্তন খেলোয়ারদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ফোরাম গঠন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। প্রাক্তন খেলোয়ারদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দাবি অনেক পুরোনো। বিষয়টি চিরন্তন হলেও সময়ে সময়ে প্রাক্তন খেলোয়াররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কিছু একটা উদ্যোগ আয়োজনের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। বেশ ক-জন প্রাক্তন খেলোয়ার একত্রিত হয়ে এই মুহূর্তে বিষয়টা অনুধাবন করছেন। প্রত্যেক ইভেন্টের সকল খেলোয়ার বৃন্দদের অনুরোধ করা হয়েছে, কয়েকজন প্রাক্তন খেলোয়াড় মিলে একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন , যেটা বেকার প্লেয়ার ও ক্রীড়াবিদদের সহযোগিতা করার জন্য। আগামীকাল বেলা ২:০০ টায় উমাকান্ত মাঠে সকল খেলোয়াড় বৃন্দের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছেন। এবং প্রত্যেক ইভেন্টের খেলোয়াড় বৃন্দ সবাইকে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বিগত দিন ধরে বঞ্চিত হয়ে আসা বিষয় নিয়ে একটা আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং এর মধ্যে অল ত্রিপুরা প্লেয়ার্স ফোরাম কমিটি গঠন করা হবে। যেটা পরবর্তী সময়ে ক্রীড়াবিদদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী নিকট আলোচনা মাধ্যমে কিভাবে বেকার খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদদের সমস্যা দূর করা যায়, সে বিষয়ে আরো এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হবে। প্রত্যেক প্রাক্তন খেলোয়ারদের উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বায়করা অনুরোধ জানিয়েছেন।

নকআউট ও লীগকে সামনে রেখে প্রস্তুতি ম্যাচে বড় জয় ফরোয়ার্ড ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। প্রস্তুতি ম্যাচের মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তি জাচাই করে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। শনিবার চন্দ্রপুর স্টেডিয়ামে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে মুখোমুখি হয় সুভাষ বসু-র ফরোয়ার্ড ক্লাব।ম্যাচে পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে ফরোয়ার্ডের ফুটবলাররা খেললেও বেশ কিছু ফাঁকফোকড় নজরে পড়ে কোচ সুভাষ বসু-র।

যা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবেন বলে জানান।

ম্যাচে ৭-২ গোলে জয় পায় ফরোয়ার্ড। দলের রক্ষণভাগে জমাটি ভাবের ইকছুটা অভাব রয়েছে বলে মনে করছেন কোচ। জানা গেছে, আগামী শনিবার চন্দ্রপুর স্টেডিয়ামেই আবার প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ফরোয়ার্ড।

ওই ম্যাচের আগে এদিনের ভুলত্রুটি গুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ফরোয়ার্ড কোচ। এদিন বড় ব্যবধানে জয় পেলেও আক্রমণভাগের ফুটবলাররা বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন।

সুযোগ নষ্টকে নয়, সুযোগ তৈরী করাকেই গুরুত্ব দিতে চাইছেন ফরোয়ার্ড কর্তারা।

স্পোর্টস স্কুল-কিল্লা মর্নিং ক্লাবের ম্যাচ দিয়ে আজ থেকে মহিলা ফুটবলের সুপার লীগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল থেকে সুপার লিগের খেলা শুরু হচ্ছে, মহিলা লিগ ফুটবলের। লীগের সেরা চারটি দলকে নিয়ে খেলা হচ্ছে। আগামীকাল সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ও কিল্লা মর্নিং ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সকাল আটটায় শুরু হবে ম্যাচ। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের মহিলা লিগ ফুটবল কমিটির সচিব পার্থসারথি গুপ্ত গত বুধবারেই (২৬ জুলাই) সুপার লিগের সূচি ঘোষণা করেছেন। চার দলের মোট ছয়টি ম্যাচ হবে। সাত আগস্ট সুপার লিগের খেলা শেষ হবে। ৩১ জুলাই দ্বিতীয় ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার খেলবে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের বিরুদ্ধে। সকাল আটটায় ম্যাচ। ১লা আগস্ট বিরতির পর, ২রা আগস্ট তৃতীয় ম্যাচে স্পোর্টস স্কুল খেলবে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের বিরুদ্ধে। সকাল আটটায় খেলা হবে। ৩ আগস্ট জম্পুইজলা প্লে সেন্টার ও কিল্লা মর্নিং ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে, বিকেল পৌনে চারটায়। ৪ আগস্ট বিরতির পর ৫ আগস্ট ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব খেলবে কিল্লা মর্নিং ক্লাবের বিরুদ্ধে, বিকেল পৌনে চারটায়। ৭ আগস্ট সুপার লিগের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ও জনুইজলা প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে বিকেল পৌনে চারটায়।

সেভেন এ সাইড ফুটবল গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।।প্রতিবছরের মতো এবারও মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে আগরতলা বাধারঘাট স্থিত দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব। আগামী ১২ আগস্ট থেকে শুরু হবে ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত সেভেন এ সাইড এই ফুটবল টুর্নামেন্টটি।

স্বাধীনতা দিবসে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতায় এনন্টি নিতে আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। দারুন উদ্যোগ। এ নিয়ে তৃতীয়বার। প্রথমেই উদ্যোক্তাদের কথা উল্লেখ করে একবারের জন্য হলেও বাহবা দেওয়া প্রয়োজন, কেননা এ ধরনের একটা ঐতিহ্যবাহী বিলুপ্তপ্রায় মজাদার স্পোর্টস ইভেন্টকে একদিনের জন্য হলেও মাঠে-ঘাটে তুলে এনে বিনোদনের ব্যবস্থা করার জন্য। আগামী ১৫ই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে শহর দক্ষিণে বাধারঘাটস্থিত মাতৃপল্লীতে গুড্ডিবাজ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কাইট ফ্লাইং টুর্নামেন্ট তথা ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা। ঘুড়ির সংখ্যা, সুতার দৈর্ঘ্য, সময়ের মাপকাঠি, সুতায় মাঞ্জা প্রদান ইত্যাদি বেশ কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলী রয়েছে এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে, তবে অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই বিস্তারিত জেনে নিতে হবে উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে, এনন্টি জমা দেওয়ার সময়। ১২ আগস্টের মধ্যে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্ধারিত এনন্টি ফি সহ নাম নথিভূক্ত করতে হবে। তবে নিয়মাবলী জানার জন্য এর অন্ততপক্ষে ৭ দিন আগে ৭০০৫৩ ০৬৪৫১ অথবা ৯৭৭৪১ ৫০৭৩৩ এই নম্বরে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়। গুড্ডিবাজ তথা উদ্যোক্তাদের প্রধান কৌশিক সমাজপতি এক বিবৃতিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অনতিবিলম্বে নাম নথিভুক্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন কেননা এনন্টির ক্ষেত্রেও সীমিত সংখ্যার একটি বিষয় রয়েছে।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
নাইন বুলেটস	৬	৫	১	০	২৩-৪	১৬
ব্লাডমাউথ	৬	৫	১	০	১৬-৩	১৬
কল্যাণ সমিতি	৬	৪	০	২	১১-১১	১২
ভারতরত্ন	৬	২	২	২	৮-৮	৮
পুলিশ	৬	২	১	৩	৫-৯	৭
মৌচাক	৭	২	০	৫	১১-১৭	৬
স্পোর্টস স্কুল	৫	১	১	৩	৭-১১	৪
নবোদয়	৬	০	০	৬	৬-২৪	০

টিসিএ অফিসের রুম খোলা প্রসঙ্গে সচিব তাপস ঘোষের অভিযোগ দাখিল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এখন পুরোপুরি কাঠগড়ায়। এপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে পদচ্যুত সভাপতি তপন লোধের চোখে সচিব তাপস ঘোষ আপাতত দায়িত্বহীন অবস্থায়। তপন লোধ আবার বিস্তর অভিযোগও এনেছেন তাপস ঘোষের বিরুদ্ধে। পক্ষান্তরে তাপস ঘোষ, তিমির চন্দ-দের দৃষ্টিভঙ্গিতে এপেক্স কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভাপতি তপন লোধ বহিষ্কৃত ব্যক্তিত্ব। উনার বিরুদ্ধেও তাদের রয়েছে অনধিকার চর্চার অভিযোগ।

প্রশ্ন করা হয়েছে, কার নির্দেশে খোলা হলো টিসিএ অফিসে আরও তিনটি রুম। কে বা কারা মুছে ফেললো এমবিবি স্টেডিয়ামে সিসি টিভি-র ফুটেজ। এর তদন্ত হওয়া দরকার। এই অভিযোগ এনে সদর মহকুমা শাসক এবং পশ্চিম থানার ওসি-র কাছে অভিযোগ পত্র জমা দিলেন টিসিএ-র সচিব তাপস ঘোষ।

তিনটি রুম খোলার কোনও নির্দেশ কি আছে তপন লোধের কাছে জানতে চায় রাজ্যের ক্রিকেট প্রেমীরা। মোটকথা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্ভূত পরিস্থিতির আশু সমাধান প্রয়োজন।

রাজ্য অনূর্ধ-১৯ দাবা আসরের শেষ লড়াই আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। শীর্ষে রয়েছে ৬ জন দাবাড়ু। রাজ্য অনূর্ধ-১৯ দাবা প্রতিযোগিতার বালক এবং বালিকা বিভাগে। দুবিভাগে আসরে অংশ নেয় ২৭ জন দাবাড়ু। রাজ্য দাবা সংস্থা আয়োজিত আসর হচ্ছে এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে। শনিবার প্রথম দিনে ৩ রাউন্ডের খেলা হয়।

বালক ইবভাগে অংশ নেওয়া ১৪ জন দাবাড়ুর মধ্যে প্রথম তিন রাউন্ড শেষে আড়াই পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে অভিজ্ঞান ঘোষ, দিগন্ত রায়, দিব্যজ্যোতি সরকার এবং দেবাংকুর ব্যানার্জি।

২ পয়েন্ট নিয়ে ওই ৪ জনের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে মেহেকদ্বীপ গোপ এবং অনাবিল গোস্বামী। সদ্য রাজ্য সেরা শাক্য সিনহা মোদক অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। বালিকা বিভাগে অংশ নেওয়া ১৩ জন দাবাড়ুর মধ্যে ৩ রাউন্ড শেষে প্রত্যাশিতভাবে পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আর্শিয়া দাস এবং আরাধ্যা দাস।

২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান রয়েছে অঙ্কিতা সরকার, সমৃদ্ধি ঘোষ এবং রাধিকা মজুমদার। আগামীকাল আসর শেষ। খেলা পরিচালনা করছেন অনুপম ভট্টাচার্য।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শিলংয়ে সিপিএ ইন্ডিয়া রিজিওন জোন-৩ এর বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন লোকসভার স্পিকার

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ২৯ জুলাই।। আজ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা আজ মেঘালয়ের শিলং-এ সিপিএ ইন্ডিয়া রিজিওন জোন-৩-এর ২০ তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। কনরাড কে. সাংমা, মুখ্যমন্ত্রী, মেঘালয়; হরিবংশ, ডেপুটি চেয়ারম্যান, রাজ্যসভা; টমাস এ. সাংমা, স্পিকার, মেঘালয় বিধানসভা; পাসাং ডি সোনা, স্পিকার, অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা এবং চেয়ারম্যান, সিপিএ ইন্ডিয়া অঞ্চল জোন ২; সংসদ সদস্য; মেঘালয় বিধানসভার সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শুরুতেই, শ্রী বিড়লা কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়া রিজিওন জোন ৩ এবং বিশেষ করে মেঘালয় বিধানসভাকে সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য এবং প্রতিনিধিদের উষ্ণ আতিথেয়তা প্রসারিত করার জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভার স্পিকার এবংসিপিএ ইন্ডিয়া অঞ্চল জোন-৩-এর চেয়ারম্যান পাসাং ডি সোনাকে ধন্যবাদ জানান, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি দরকারী প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য। শ্রী বিড়লা লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার এবং মেঘালয়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পি এ সাংমা এবং মেঘালয়ের উন্নয়নে এবং ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে তাঁর অবদানের কথাও স্মরণ করেছেন।

শ্রী বিড়লা বলেন যে সিপিএ ইন্ডিয়া অঞ্চলের জোন-৩ চারটি অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয়। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২০টি বার্ষিক সম্মেলন সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি তার অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে, উল্লেখ করেছেন শ্রী বিড়লা। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিধানসভাগুলির স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে উল্লেখ করে, শ্রী বিড়লা লক্ষ্য করেছেন যে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিধানসভাগুলিতে কোনও বাধা ছাড়াই অর্থবহ এবং গুরুতর আলোচনা হয়। ফলস্বরূপ, সংলাপ থেকে একটি অর্থবহ উপসংহার উদ্ভূত হয় যা এই অঞ্চল এবং দেশের জন্য উপকারী প্রমাণিত হয় যা অন্যান্য অঞ্চলের জন্য অনুপ্রেরণা।

সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত বিষয়গুলির উপর কথা বলতে গিয়ে শ্রী বিড়লা উল্লেখ করেন যে নির্বাচিত বিষয়গুলি; উত্তর পূর্ব অঞ্চলের বিশেষ উল্লেখ সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ব্যবস্থাপনার কৌশল; উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সমানে নিয়ে আসার জন্য আঞ্চলিক সংযোগ প্রাসঙ্গিক এবং সমসাময়িক। উত্তর-পূর্বাঞ্চল হল জীববৈচিত্র্যের একটি হটস্পট, এবং এখানকার যেকোনো পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঘটনা ভারতজুড়ে পরিবেশগত স্থিতিশীলতার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। তাই, এই ধরনের সংবেদনশীল এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আরও ভাল প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে, শ্রী বিড়লা যোগ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে এই পরিস্থিতিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাস্তুতন্ত্রের অপূরণীয় বা অতিরিক্ত ক্ষতি প্রতিরোধ করে এমন নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। শ্রী বিড়লা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপদ সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার উপরও জোর দেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে, শ্রী বিড়লা জোর দিয়েছেন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ১০-দফা এজেন্ডায় ফোকাস করতে হবে, যা স্থানীয় সক্ষমতা এবং উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। ভারতীয় উন্নয়ন মডেল স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে এবং সময়ের সাথে সাথে, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের সাথে, আমরা দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করেছি, শ্রী বিড়লা যোগ করেছেন।

তিন দিনের মিডিয়া ওয়ার্কশপ সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও আগরতলা প্রেস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত মিডিয়া ওয়ার্কশপে আজ সমাপ্তি হল। এই কর্মশালাকে ঘিরে রাজ্যের সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। গত ২৬শে জুলাই মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। তাছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য দপ্তরের সচিব ডঃ প্রদীপ চক্রবর্তী ও আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৩৫০ জন সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিক তিন দিনের এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও ওয়েব মিডিয়ার সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের জন্য পৃথক পৃথক সেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতা ও গুয়াহাটি থেকে আগত মোট আট জন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার রিজিওনাল এডিটর জয়ন্ত রায় চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সাংবাদিক সুদীপ্ত সেনগুপ্ত, গল্ফ নিউজের প্রাক্তন ফটো এডিটর শঙ্খ কর, কলকাতা টিভির প্রাক্তন চিফ ক্যামেরাম্যান শ্যামল চন্দ্র দত্ত, দূরদর্শনের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল স্নেহাশীষ সুর, এবিপি নিউজ'র এডিটর মনোজ্ঞা লৈয়াল, ইস্ট মোজো''র এডিটর কর্মা পালজোর ও আসাম ট্রিবিউনের ডিজিটাল ডেস্ক'র প্রধান শৌভিক রায় চৌধুরী। কর্মশালার শেষে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদেরকে তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে শংসাপত্র প্রদান করেন তথ্য দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য ও উপ অধিকর্তা দেবাশীষ নাথ। সফলতার সঙ্গে এই তিনদিনের কর্মশালা সম্পন্ন হওয়ায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে সকল প্রশিক্ষক, অংশগ্রহণকারী সাংবাদিক চিত্রসাংবাদিকগণ ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে উত্তর জেলা সফরে পিসিসি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুলাই।। শনিবার উত্তর জেলার একদিনের ধর্মনগর সফরে আসলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। উনার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডিসি রাংখল সহ রাজ্যস্থরের নেতৃত্বরা। প্রথমে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উত্তর জেলার ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবনে আসেন। সেখানে এসে দলীয় কর্মীদের নিয়ে এক বৈঠক করেন । বৈঠকের মাধ্যমে উত্তর জেলার দলীয় কর্মীদের নিয়ে আলোচনা করেন যে আগামী দিনে কংগ্রেস দলকে বুথ স্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত কিভাবে সাজানো যায় যাতে করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস একটি ভালো ফলাফল করতে পারে। তাছাড়া আগামী দিনের কংগ্রেস দলের দলীয় কর্মসূচি এবং দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে উনাদের পাশে থেকে কাজ করা যায় তা নিয়ে হয় আলোচনা। পাশাপাশি উনি ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে উনি জানান যে ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেস দলের কর্মীদের উপর হামলা হচ্ছে। বিরোধী দল তাদের কর্মসূচি করতে পারছেন না। এই ঘটনাগুলি বিভিন্ন সময় আরক্ষা প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সরকার কে জানানো হলে কোন কাজের কাজ হয়নি । তাছাড়া উনি এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জানান যে সামনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আসবেন। ত্রিপুরায় উনাদের নিয়ে কংগ্রেস দল বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবেমানুষের স্বার্থে। তাছাড়া এই সাংবাদিক সম্মেলনে শাসক দলকে একহাত নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা কংগ্রেস সভাপতি অজিত দাস এবং কংগ্রেস নেতা চয়ন ভট্টাচার্য সহ উত্তর জেলার একাধিক কংগ্রেস নেতৃত্ব।

জিবি হাসপাতাল চত্বরে মোবাইল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। শনিবার জিবি হাসপাতালে চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ে এক চোর। জানা যায় ভালুকিয়া লুঙ্গা এলাকার বাসিন্দা বাপন দাস নামে এক যুবক জিবি হাসপাতালে আসে নিকটবর্তী এক আত্মীয়কে দেখার জন্য। এরই মধ্যে বাপন দাস নামে ওই যুবক একটি টিফিনের দোকানে টিফিন খাওয়ার সময় মিহির রঞ্জন দাস নামে এক যুবক এসে তার কাছে একটি ফোন করার জন্য মোবাইল চায়। মিহির রঞ্জন দাসের কথা শুনে বাপন দাস তার মোবাইলটি দিয়ে দেয়। এরই মধ্যে মিহির রঞ্জন দাস নামে ওই যুবক মোবাইলটি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে কেটে পড়ে। কিছুক্ষণ পর মিহির রঞ্জন দাস বাপন দাসের মোবাইলটি থেকে সিম কার্ড এবং মেমোরি কার্ড খোলার সময় হাসপাতালে কর্মরত পুলিশ কর্মীরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয়। আটক করা হয় মিহির রঞ্জন দাসকে। এরই মধ্যে মোবাইল মালিক বাপন দাস ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। মিহির রঞ্জন দাসকে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা যায় সে প্রতিনিয়ত জিবি হাসপাতালে এসে বিনা কারণে ঘোরাফেরা করত বলেই পুলিশের কাছ থেকে জানা যায়।

বিএনপির বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে উত্তাল ঢাকার রাজপথ

ঢাকা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : বিএনপির বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে শনিবার উত্তাল হয়ে উঠল ঢাকার রাজপথ। সরকার পতনের ডাকে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি কর্মী-সমর্থকদের তাণ্ডবে পুড়ল একাধিক বাস-গাড়ি। ভাঙচুর হল সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি। বিএনপির উন্মত্ত সমর্থকদের ছোড়া ইটের ঘায়ে আহত হয়েছেন একাধিক পুলিশ কর্মী-আধিকারিক। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি। অশান্তি পাকানোর দায়ে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ৯০ বিএনপি নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়েছে।বর্তমান সরকারের ইস্তফার দাবিতে এদিন ঢাকা ঘেরো কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বিএনপি। গোটা দেশের সঙ্গে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করতে বিভিন্ন প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ করার চেষ্টা চালান বিএনপি কর্মী-সমর্থকরা। অশান্তির আশঙ্কায় গোটা রাজধানীজুড়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। সকাল থেকেই ধোলাইখাল, মাতুয়াইলে একের পর এক বাসে অগ্নিসংযোগ করতে থাকেন বিএনপির কর্মীরা। শ্যামলীতে পুলিশের গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গাবতলী, আবদুল্লাহপুর, উত্তরাতেও তাণ্ডব চালান বিক্ষোভকারীরা।

বেশ কয়েকটি জায়গায় পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বিএনপি কর্মী-সমর্থকরা। উন্মত্ত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ও জল কামানও ব্যবহার করতে হয় পুলিশকে। কিন্তু সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ হওয়ার পরে ফের রাস্তায় জড়ো হয়ে তাণ্ডব চালাতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। বিকেলে ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র ফারুক হোসেন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বিএনপি কর্মীদের হামলায় মেহেদী হাসান-সহ ২০ পুলিশ সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন। পুলিশ সংযম দেখানোয় গুলি চালানোর মতো ঘটনা ঘটেনি।

বিহারের ছাত্রাবাসে হুগলির যুবকের রহস্যমৃত্যু

হুগলি, ২৯ জুলাই (হি. স.) : বিহারে কলেজের ছাত্রাবাসে হুগলির এক যুবকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। কলেজের লোকজনের দাবি, ছাত্রাবাসের ছাদ থেকে পড়ে ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে, তবে ছাত্রের পরিবার বলছে, তার মৃত্যুর পেছনে রয়েছে গভীর রহস্য। কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু আড়াল করার চেষ্টা করছে। নিহত ছাত্রের স্বজনদের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম সুরম্য সাঁতরা (২১)।শেওরাফুলির জগবন্ধু মুখার্জি লেনের বাসিন্দা সুশান্ত সাঁতরার ছেলে সুরম্য ২০২০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে এবং মুজাফফরপুরের ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। সেখানে কলেজ হোস্টেলে থাকতেন সুরম্য। পরিবারের দাবি, শুক্রবার ভোররাতে কলেজের হোস্টেল থেকে ফোনে জানায়, সুরম্য হোস্টেলের তিনতলার বারান্দা থেকে তিনটে নাগাদ পড়ে গেছে। এরপর তাকে প্রশান্ত মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।এরপর শুক্রবার সন্ধ্যায় পূর্বা এক্সপ্রেসে বিহারে পৌঁছান ছাত্রের মামা। কিন্তু তারা মুজাফফরপুর হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই পাটনা-কলকাতা রাজ্য সড়কের বখতিয়ারপুর এলাকায় একটি অ্যাম্বুলেন্সে ছাত্রের দেহ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।ছাত্রের আত্মীয় তিলক চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন, "ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে হাসপাতালে হস্তান্তর করা হয়েছে। আমরা সন্দেহ করছি এর মধ্যে কিছু গোপন আছে। কিছু চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।' তিনি দাবি করেন, কলেজ থেকে তাকে বলা হয়েছিল ওই সময় বিদ্যুৎ ছিল না। বলেই পাঁচ-ছয়জন ছাত্র হোস্টেলের ছাদে চলে যায়। কোনওরকমে সেখান থেকে পড়ে যায় সুরম্য। যদিও কলেজ প্রশাসনের বক্তব্যে সন্তুষ্ট নন পরিবারের সদস্যরা।

গন্ডাছড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে তুলে নেয়া হচ্ছে এসপিও ক্যাম্প, আন্দোলনের হুমকি গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। এম আর দাস পাড়া এসপিও ক্যাম্প পুনঃস্থাপনের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে গ্রামবাসী। ধলাই জেলার প্রত্যন্ত মহকুমা হিসেবে পরিচিত গন্ডাছড়া। আজও গন্ডাছড়া মহকুমা বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ২০০১ সালে গোটা রাজ্যে উগ্রপন্থীর উপদ্রব ছিল। তখন গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকাজুড়ে উগ্রবাদীর কার্যকলাপ মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই সময় তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে গ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে গ্রামরক্ষী বাহিনী বা এসপিও বাহিনী গঠন করে। ২০০২ সালে গন্ডাছড়া মহকুমার দুর্গম এলাকাগুলিতে বেশ কিছু এসপিও ক্যাম্প বসানো হয়। এর মধ্যে একটি এম আর দাস পাড়া ক্যাম্প। দেখা গেছে ক্যাম্প বসানোর পর থেকে একদিকে যেমন উগ্রবাদীর কার্যকলাপ কমেছে, অন্যদিকে চুরি ডাকাতি অনেকাংশেই হ্রাস পায়। ক্যাম্প থাকার ফলে এম আর দাস পাড়া সহ তার আশপাশ এলাকায় বসবাসকারী কয়েক হাজার জাতি জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতে জীবন যাপন করছিল। এরই মাঝে গত ছয় মাস আগে হঠাৎ একদিন ধলাই জেলা আরক্ষা প্রশাসন ক্যাম্পটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে যায়। যদিও এই সময় গ্রামবাসীদের রাস্তা অবরোধের মাধ্যমে প্রবল আন্দোলনের ফলে জেলা আরক্ষা প্রশাসন গ্রামবাসীদের প্রতিশ্রুতি দেয় আগামী কিছুদিনের মধ্যে সেখানে আবার ক্যাম্পটি পুনঃস্থাপন করা হবে। আরক্ষা প্রশাসনের গালভরা প্রতিশ্রুতি গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই প্রশাসন সেই সময় ক্যাম্পে চারজন এসপিও রেখে যায়। এরপর দেখতে দেখতে ছয় মাস কেটে গেলেও আজ অব্দি ক্যাম্পে এসপিও পাঠানোর কোন লক্ষণ নেই। উল্টো ক্যাম্পটি ভেঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় এলাকার মহিলারা সংঘবদ্ধ হয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তাদের আগামী দিনের রূপরেখা তুলে ধরেন। মহিলারা জানান আগামী অল্প কিছুদিনের মধ্যে যদি এম আর দাস পাড়া এসপিও ক্যাম্পটি পুনঃস্থাপন করা না হয় তাহলে একসঙ্গে গন্ডাছড়া থানা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কার্যালয় ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দেন।

জাতীয় শিক্ষা নীতির তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত কেন্দ্রীয় স্তরের অনুষ্ঠানের লাইভ কাস্টিং দেখেছে আগরতলায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। ছবি নিজস্ব।

জয়নগরে বজ্রাঘাতে মৃত্যু কৃষকের

জয়নগর, ২৯ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জয়নগর থানার কৃপাখালি গ্রামে বজ্রাঘাতে মৃত্যু কৃষকের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শৈলেন নস্কর (৪৯)। এদিন সকালে পরিবারের কয়েকজনের সঙ্গে জমিতে ধান রুইতে বেরিয়েছিলেন শৈলেন নস্কর। এদিন সকাল থেকেই বৃষ্টির সঙ্গে প্রচন্ড বজ্রপাত হচ্ছিল। সেই সময় পরিবারের কয়েকজন মাঠে আসতেই হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হয়। চোখের সামনেই বজ্রাঘাতে শৈলেন বাবু মাঠের মধ্যে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

সবুজ কন্ঠ সাংস্কৃতিক সংস্থার বর্ষপূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ জুলাই।। সবুজ কন্ঠ এ যেন কচি কাঁচা দের নিয়ে গানের ভুবনে পথ চলা একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা। গত বছর এই সংস্থার পথ চলা শুরু হয়েছে। গুটি গুটি পায়ে একটি বছর অতিক্রম কুঁড়ি থেকে পাঁপড়ি মেলতে শুরু করেছে। আজ কলেজ স্কোয়ার অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে তার বর্ষপূর্তি উদযাপন সন্ধ্যে ৭ টায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন ও কচি কাচাদের মাঙ্গলিক মন্ত্রচারনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুর পিতা শ্রী নিখিল চন্দ্র গোপ, পুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, সভাপতি বিলোনিয়া প্রেস ক্লাব স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সংগীত গুরু যদু গোপাল বৈদ্য সহ বিশিষ্ট অতিথি গন। অনুষ্ঠানটি কচি কাঁচা ও শিল্পী সমন্বয় এর মাধ্যমে হয়ে ওঠে প্রানবন্ত।

জিবি হাসপাতালে স্পেশাল সার্জিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ জুলাই।। আজ জিবি হাসপাতালে দুদিন ব্যাপী স্পেশাল সার্জিক্যাল ক্যাম্প সমাপ্ত হয়। দ্য এসোসিয়েশন অফ সার্জন্স অফ ইন্ডিয়া ত্রিপুরা রাজ্য শাখার উদ্যোগে দু দিন ব্যাপী এই স্পেশাল সার্জিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। শনিবার সমাপ্তি দিনে এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা জিবি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বলেন জিবি হাসপাতালে নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি চালু হয়েছে। রাজ্যে ল্যাপ্রোস্কপি পদ্ধতিও যাতে শুরু করা যায় তার একটা পরীক্ষা মূলক ভাবে চেষ্টায় রয়েছেন চিকিৎসকরা। দুদিনের এই ক্যাম্পে বিভিন্ন বিভাগের ৫১ জনের অপারেশন করা হয়।

বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। শনিবার শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রমে বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের রাজ্য কমিটি ও বিভাগীয় কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য, সভাপতি জীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড় তাপস রায়চৌধুরী , বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের পরম পৃষ্ঠপোষক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্-গবেষক ড় জগদীশ গণচৌধুরী সহ অন্যান্যরা। আজকের মতবিনিময় সভার মূল উদ্দেশ্য ২০১৪ ইং এই সংগঠনের স্থাপনা হয়ে সারা রাজ্যের প্রায় প্রতিটি মহকুমায় এর বিস্তার প্রচার-প্রসার ঘটে চলেছে। দিন দিন এই সংগঠনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার প্রয়োজনীতা উপলব্দি করছেন তারা। তাই সাংগঠনিক তৎপরতায় সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ দিয়ে আলোচনা হয় এই সভায়।

দেড়শ লিটার মদসহ দুই পাচারকারীকে আটক, দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত

নওয়াদা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : বিহারের নওয়াদা জেলার রাজৌলি থানা এলাকায় ফুলওয়ারিয়া বাঁধের কাছে শনিবার আবগারি দফতর দুটি বাইকে ১৫০ লিটার দেশী মহুয়া মদ সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। পণ্য সুপারিনটেনডেন্ট অনিল আজাদ জানান, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায়, ফুলওয়ারিয়া বাঁধের দিকে বাই করে দেশীয় মহুয়া মদ বিক্রির জন্য যাচ্ছে। তথ্যের ভিত্তিতে এসআই পিন্টু কুমারকে অভিযানের জন্য পাঠানো হয়। অভিযানে দুটি বাইকে দেড়শ লিটার মহুয়া মদ উদ্ধার করে। এবং দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃত মদ পাচারকারী হলেন গয়া জেলার আটারি থানা এলাকার নওয়াদা বিঘার বাসিন্দা চন্দন কুমার এবং রাজৌলি থানার হারদিয়া সেক্টর এ-এর বাসিন্দা সিন্টু কুমার।

গুরুতর অসুস্থ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। তাঁর শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণও অনেক কমে গিয়েছে। তাঁকে দক্ষিণ কলকাতা একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে এসেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য এবং কন্যা সুচেতনা ভট্টাচার্য। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ৭০-এর নেমে গিয়েছে। যার জেরে তড়িঘড়ি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়। জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল থেকেই অসুস্থতা বৃদ্ধি পায় বুদ্ধদেবের। তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে শুরু করে। চিকিৎসকেরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো পাম অ্যাভিনিউ থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে গ্রিন কোরিডর করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিয়ে আসা হয় আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের।সূত্রের খবর, রাস্তায় বুদ্ধদেবের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।